চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৭ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অবৈধ কার্যকলাপ প্রশাসনের অভিযানে প্রকাশ্যে

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.)।। ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অবৈধ ব্যবসা আজ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন আজ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মহিলা কমিশনের আধিকারিক-কে সাথে নিয়ে অভিযানে ধলেশ্বরে আপেল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অবৈধভাবে সোনোগ্রাফি হচ্ছে, তা ধরে ফেলেছে। ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে পিসিপিএন্ডডিটি এক্ট অনুযায়ী মামলা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সব্যসাচী সিনহা।

এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সংগীতা চক্রবর্তী বলেন, আজ আপেল

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে অবৈধভাবে সোনোগ্রাফি করা হচ্ছে বলে ধরা পড়েছে। ফিজিওলজি-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড় সমীর নাগ এদিন সোনোগ্রাফি করছিলেন। ডাঃ সংগীতা বলেন, আমাদের দেখেই পালিয়ে গেছেন তিনি। তাঁকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, সম্ভব হয়নি। তাতেই স্পষ্ট, বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছিল ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে।

ডাঃ সংগীতার কথায়, আজ এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পিসিপিএন্ডডিটি আধিকারিক সব্যসাচী সিনহা, মহিলা কমিশনের আইন বিষয়ক আধিকারিক, স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আশীষ রক্ষিত এবং রেডিওলজিস্ট ডাঃ পরেশ ভৌমিক। পিসিপিএন্ডডিটি আধিকারিক সব্যসাচী সিনহা জানান, ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অশোক মজুমদারের নামে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু, একজন ফিজিওলজির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কিভাবে সোনোগ্রাফি করছেন তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। তিনি বলেন, বেআইনি কাজকর্ম হচ্ছিল ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তা প্রমাণিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী এখন ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধারের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

ডাঃ সংগীতা জানিয়েছেন, আপেল ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিদর্শন করে যাবতীয় অবৈধ কাজকর্ম সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের অনুমতি পাওয়া গেলে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধারের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

এদিকে, ডাঃ অশোক মজুমদার দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত মারাদোনা শোকাহত বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা

বুয়েনস আইরেস, ২৪ নভেম্বর (হি. স.)।। বিশ্বের কোটি কোটি ভক্তকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ফুটবলের মহানায়ক দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। বুধবার আকস্মিকভাবেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের মৃত্যুর খবরে শোকাহত সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। ৩০ অক্টোবর জন্মদিনের পর থেকে শারীরিক অসুস্থতার জেরে নভেম্বরের শুরুতেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মারাদোনা। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তবে অস্ত্রপ্রচার সফল হয়েছিল বলেই জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন দেখে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে উত্তর বুয়েনস আইরেসের টাইগ্রের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শোকবার্তা জানিয়ে বলা হয়, 'আমাদের কিংবদন্তির প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আপনি আমাদের হৃদয়েই থাকবেন।

প্রথম খবরটা চোখে পড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র টুইটে 'ফুটবল জাস্ট ডায়েড উফফফফ'। এএফপি-র উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, মারাদোনা আর নেই'। রাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় দিশা নির্দেশ জারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লী, ২৫ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজ নজরদারি, রোগ প্রতিরোধ এবং সতর্কতার বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। পয়লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এই নির্দেশ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জারি থাকবে। এই নীতি-নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হল কোভিড-১৯এর সংক্রমণ আটকাতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি ঠিকমত রূপায়িত হওয়ায় তার সুফল যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা। দেশে ইতিমধ্যেই সংক্রমিত চিকিৎসাধীনের সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

উৎসবের মরশুমে ও শীতের শুরুতে কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন সংক্রমণের খবর আসছে। এই মহামারী থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সতর্কতা মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারি করা সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি ও নীতি-নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে - যেখানে নজরদারি, রোগ প্রতিরোধ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক মেনে চলা হচ্ছে কি না বিভিন্ন জেলা, পুলিশ ও পুর কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে স্থানীয় স্তরে কোভিড-১৯এর সংক্রমণ আটকাতে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি তৃণমূল স্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নীতি-নির্দেশিকা বিবেচনা করে জেলাগুলিকে কন্টেনমেন্ট এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টরেটের দপ্তরে কন্টেনমেন্ট এলাকার তালিকা ওয়েবসাইটে দিতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে দেবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নিয়মানুযায়ী চিহ্নিত কন্টেনমেন্ট এলাকায় রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে :-কন্টেনমেন্ট এলাকায় শুধুমাত্র জরুরি কাজকর্ম করার অনুমতি দেওয়া হবে। এই এলাকাগুলিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা বজায় রাখা ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ ঢুকতে পারবেন না বা বের হতে পারবেন না।

বাড়ি বাড়ি নজরদারি দল নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবে। নির্ধারিত নিয়মানুসারে নমুনা পরীক্ষা করা হবে।যাদের সংক্রমণ ধরা পরবে তাদের সংস্পর্শে যারা যারা আসবেন তাদের তালিকা তৈরি করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতি ও জনজাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই টিপিএফ-এর এডিসি বনধ ঃ জিএমপি

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)।। জনজাতিদের কাছে টানার প্রতিযোগিতার পরিণাম আজকের এডিসি এলাকা বনধ। শুধু তা-ই নয়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ) এই বনধ ডেকেছে। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ (জিএমপি)-এর সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী এডিসি এলাকা বনধ-এর বিরোধিতা করে এ-ভাবেই মূল কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, জনজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের এ-ধরনের চিন্তাধারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

প্রসঙ্গত, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা ছাড়াই আজ ত্রিপুরায় এডিসি এলাকায় ১২ ঘন্টার বনধ পালন করছে টিপিএফ। তাতে প্রচুর মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী পর্যন্ত বনধ সমর্থকদের অবিবেচক সিদ্ধান্তের কারণে হয়রানির মুখে পড়েছেন। ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন খুবই ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত আয়োজন করেছে। কিন্তু, বনধ সমর্থকরা কিছু কিছু স্থানে উস্কানিমূলক কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন-কি, বনধ-কে ঘিরে হামলা-হুজ্জতির চেষ্টায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জিএমপি সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী এডিসি এলাকা বনধ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় কটাক্ষের সুরে বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল জনজাতি দরদের বহিঃপ্রকাশে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি টিপিএফ, আইএনপিটি এবং তিপ্রা সংগঠন রাজনৈতিক সমঝোতা করেছে। তাঁরা জোট বেঁধে জনজাতি কল্যাণে অগ্রসর হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, শাসক জোট শরিক আইপিএফটি জনজাতিদের কল্যাণে কাজ করছে বলে দাবি করেছে। ফলে, এখন আইপিএফটি এবং টিপিএফ-এর মধ্যে জনজাতিদের কাছে টানার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ আরও জাগিয়ে তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিপিএফ-এর ১২ ঘণ্টা বনধ স্তব্ধ ত্রিপুরার এডিসি এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ২৫ নভেম্বর।। ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর প্রতিবাদে আজ বুধবার ১২ ঘন্টার এডিসি এলাকা বনধ পালন করছে ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ)। তবে, এ-বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হচ্ছেন না টিপিএফ-প্রধান পাতালকন্যা জমাতিয়া। এতে স্পষ্ট, এডিসি ভোটকে পাখির চোখ করে পাহাড়ে জমি দখলের উদ্দেশ্যেই এই বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে আহূত এই বনধ-এর আগাম কোনও ঘোষণা করেনি টিপিএফ। আজকের বনধ-এ অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক এবং রেল পরিষেবাও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি, পানিসাগরে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলাকালীন মৃত্যু হয়েছিল ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার। তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে জনজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ কায়দায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে রেখেছে। বিশেষ করে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি গত দুদিন ধরে বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে বাজার গরম করে রেখেছে। এক ধাপ এগিয়ে আজ টিপিএফ এডিসি এলাকায় বনধ-এর ডাক দিয়েছে।

টিপিএফ-এর ডাকা বারো ঘণ্টা এডিসি বনধ-এর জেরে সর্বত্রই প্রভাব পড়েছে। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়িতে অবস্থিত রেল স্টেশনের সামনে টিপিএফ দলের কর্মী সমর্থকরা খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক পথ অবরোধ করেন। গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে তারা তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে প্রচুর সংখ্যক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি বনধ ঃ বিয়ের গাড়িতে টিপিএফ সমর্থকদের ভাংচুর

বাধার মুখে রোগী ফিরে গেলেন বাড়ি

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.)।। এডিসি বনধে বিয়ের গাড়িতে হামলা এবং রোগীকে হাসপাতালে যেতে দেয়নি টিপিএফ-র সমার্থক-রা। অথচ, ওই বনধ সম্পর্কে কেউ অবগত নন। কোন ঘোষণা না দিয়ে বনধ ডেকে ত্রিপুরায় অস্থিরতা কায়েম করতে চেয়েছিল টিপিএফ, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।

আজ নব বর-বধূ নিয়ে যাওয়ার সময় হেজামারায় বনধ সমার্থক-রা গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তাতে, গাড়ির কাঁচ ভেঙে গেছে এবং ওই কাঁচ ভেঙে ছিটকে পরে বরপক্ষের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। কোনমতে তারা সিধাই থানায় ছুটে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন বলে জানিয়েছেন গাড়ির চালক ঝুটন দাস। তিনি বলেন,

গতকাল বরযাত্রী নিয়ে মোহনপুর বিজয়নগরে বিয়েতে এসেছি। যথারীতি আজ সকালে নতুন বর-বধূ নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, বনধ সমর্থক-রা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এডিসি এলাকায় বনধ ডাকা হয়েছে এমন কোন ঘোষণা আমাদের কানে আসেনি। ফলে, আমরা বনধ সম্পর্কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার মেড্ডা চৌমুহনীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব থানা এলাকার মেড্ডা চৌমুহনীতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। মৃত যুবকের নাম বিস্নু ঘোষ।স্থানীয় লোকজন রা বুধবার সকালে মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখানকার একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৫-২৭ নভেম্বর ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিএসএফ-বিজিবি সমন্বয় সম্মেলন

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিএসএফ-বিজিবি সমন্বয় সম্মেলন। বিএসএফ-এর আইজি এবং বিজিবি-র আঞ্চলিক কমান্ডার স্তরের ওই সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আজ বৃহস্পতিবার আগরতলায় এসেছেন। এদিন বিকেল তিনটায় আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি উমেশ কুমার নায়াল তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের রাজ্য অতিথি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ছয় সদস্যক বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে খন্দকার ফরিদ হাসান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কমান্ডারের নেতৃত্বে রয়েছেন বিজিবি-র কমান্ডার গাজি মহম্মদ সাজ্জাদ, বিজিবি সেক্টর কমান্ডার মহম্মদ গোলা ফজলে

রাবিব, সরাইলের উত্তরপূর্ব আঞ্চলিক অধিকর্তা আব্দুল কাদের মহম্মদ আশরাব এবং বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দুই আধিকারিক মহম্মদ রহমত আলি এবং মইনুল আমিন শাহে আলিদ।

ওই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুশান্ত কুমার নাথের নেতৃত্বে রয়েছেন বিএসএফ-এর মিজোরাম ও কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের আইজি সুনীল কুমার, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল, শোক বিভিন্ন মহলে

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)।। মারণ করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল আরও একজন রাজনৈতিক নেতার প্রাণ। ব্যর্থ হল চিকিৎসকদের যাবতই প্রচেষ্টা। প্রয়াত হলেন করোনা-আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ প্যাটেল। বুধবার ভোররাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আহমেদ প্যাটেল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত ১৫ নভেম্বর গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল আহমেদ প্যাটেলকে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

বুধবার ভোরে আহমেদ প্যাটেলের মৃত্যুর দুঃসংবাদ সর্বপ্রথম জানিয়েছেন তাঁর ছেলে ফৈজল প্যাটেল। টুইট করে ফৈজল জানান, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ২৫ নভেম্বর ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন আমার বাবা। প্রায় এক মাসে আগে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল।" পাশাপাশি করোনা-স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য বাবার শেষকৃত্যে জমায়েত না করার অনুরোধ করেছেন ফৈজল।

১৯৪৯ সালের ২১ আগস্ট গুজরাটে জন্ম আহমেদ প্যাটেলের। ১৯৭৬ সালে গুজরাটের ভারুচ জেলায় স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-শিলচর সহ অসমে আরও তিনটি স্বল্প দূরত্বের ট্রেন চালু হচ্ছে ১ ডিসেম্বর থেকে

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)।। আগরতলা-শিলচর রুটে যাত্রী ট্রেন পুনরায় চালু হচ্ছে। করোনা-র প্রকোপে রেল পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। এখন বিভিন্ন রুটে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় আগরতলা-শিলচর রুটেও আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সাথে একইদিনে অসমে আরও তিনটি স্বল্প দূরত্বের যাত্রী ট্রেন চালু হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, গুয়াহাটি-সেকান্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিবর্তীত সময়ের সাথে চলাচলের সূচি দীর্ঘায়িত করা হয়েছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ জানিয়েছেন, শিলচর-আগরতলা ট্রেন আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে সকাল সাড়ে আটটায় রওয়ানা দেবে এবং

বিকেল চারটায় আগরতলায় পৌঁছবে। তেমনি, আগরতলা-শিলচর ট্রেন ১ ডিসেম্বর থেকে সকাল ১১টা ১০ মিনিটে রওয়ানা দেবে এবং সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে শিলচর পৌঁছবে। ওই ট্রেন কাটাখাল জংশন, বদরপুর জংশন, ভাঙ্গা, নিউ করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ জংশন, নিলামবাজার, বারইগ্রাম, পাথারকান্দি, কলকলিঘাট, চুড়াইবাড়ি, ধর্মনগর, পানিসাগর, পেঁচারথল, কুমারঘাট, মনু, আমবাসা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দেশব্যাপী ধর্মঘট পক্ষে বিপক্ষে জোর প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৃষি আইন এবং শ্রম আইনের বিরোধিতা করে ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী দশটি ট্রেড ইউনিয়ন। এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বুধবার শহরে শাসক দলের বিধায়ক রামপসাদ পালের নেতৃত্বে এক বাইক মিছিল হয়। মিছিলের একদিকে যেমন উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটের বিরোধিতা করা, আবার অপরদিকে ছিল শক্তির মহড়া প্রদর্শন।

এদিন রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে কের চৌমুহনি, দুর্গা চোমুনি, লেইক চৌমুহনি, বটতলা সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এ ডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক রামপসাদ পাল। তিনি বলেন, বিরোধীদের ডাকা কর্মনাশা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে এই মিছিল। মিছিলে শহরবাসীকে বার্তা দেওয়া হয়েছে যাতে আগামী ২৬ নভেম্বর রাজ্যের বাজার হাট, গাড়ি-ঘোড়া, অফিস-আদালত সমস্ত কিছু খোলা থাকবে। থাকবে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও। সকলে এদিন কর্মস্থলে যোগদান করার আহ্বান জানান তিনি। উপরন্তু এই বনধ গরিব অংশে মানুষদের জন্য শোভনীয় নয়। বিভিন্ন মন্ডলের কর্মীরা বাইক মিছিলে সামিল হলেও বড় মাপের অন্যকোন নেতৃত্বকে মিছিলে সামিল হননি। দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এক নেতৃত্বের ডাকে ধর্মঘটের আগের দিন করা হয়েছে এত বড় মিছিল। কিন্তু নেতৃত্বের একটিই মুখ বিধায়ক রামপসাদ পাল। আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির জন্য আর্থিক অবস্থার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে।

এদিকে, ধর্মঘটকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ৪৯ ■ ২৬ নভেম্বর ২০২০ ইং ■ ১০ অগ্রহায়ণ ■ বৃহস্পিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

লড়াই শুধুই জয়ের জন্য

আমরা আজ যে যুগে বাস করিতেছি, সেইটাকে তথ্য ও সংবাদের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তথ্য ও খবর কোনও শ্রেণী বিশেষেরও কুক্ষিগত নয়। অন্তত সাধারণ তথ্য ও খবর এখন রীতিমতো সর্বজনীন। তাই আমাদের জানিতে দেরি হয়নি সুদূর চীন দেশের হুবেই প্রদেশের উহান শিল্প-শহরে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহাদের সরকারের প্রাথমিক গাফিলতির কারণে করোনা ভাইরাস কীভাবে ওই দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিপদটাকে চীনের একার ভাবিয়া যাহারা উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুজিয়াছিল, ভুল ভাঙিতে দেরি হয়নি তাহাদেরও। পরিতাপের সঙ্গে এইটাও দেখা গেল যে, কোভিড-১৯ এমন একটা রোগ যে ভুলের মাশুল আদায় করিয়া নেয় কড়ায়-গণ্ডায়, সুদে-আসলে। গণিতের জটিলতা ছাড়িয়াও অনুমান করা যায় যে বিপদটা ১ থেকে ১১, তাহার থেকে ১১১, তাহার থেকে ১১১১ হতে দীর্ঘ সময় নেয় না। আশঙ্কাটি সত্যে পরিণত হইয়ছে ইতালি, ইরান এবং একাধিক আরব দেশ, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্কটল্যান্ড প্রভৃতি দেশের হাজার হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়ে। রোগটা মাত্র দু-আড়াই মাসের ভিতরে ছুঁয়ে ফেলিয়াছে এই গ্রহের প্রায় সবক'টি অঞ্চল ও দেশকে।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এজন্য বিদেশ থেকে আসা কিছু মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণকেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহাদের বেশিরভাগই শিক্ষিত, এমনকী কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ হইয়াও ফরেন কানেকশনটা চাপিয়া গিয়াছেন! এই অসাধুদের তালিকায় দু-একজন ডাক্তারও আছেন!

বিপন্মুক্ত হওয়ার, ঘুরিয়া দাঁড়াইবার এখনও সময় আছে। এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা একজনও নষ্ট না-করি যেন। এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া দরকার। ছিদ্রান্বেষণের রাজনীতি নয়। গুজবে কান নয়। কুসংস্কারে মন দেওয়া নয়। শুধু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশিকাগুলিই আমরা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিব। আর অবশ্য করে মানব যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা। না-মানিলে গ্রেপ্তার, জেল ও জরিমানার অপ্রীতিকর ব্যবস্থা আছেই। কিন্তু সরকারকে তেমন পদক্ষেপে বাধ্য করাটাও সমীচীন নয়। এ লজ্জা আমার আপনার আমাদের সকলের। বিপদটা তাহাতেই অবশ্য সীমায়িত হইবে না। বিপদের অনেক আশঙ্কাও বাস্তব হইয়ে উঠিতে পারে। তাই আসুন, আমরা সকলে সকলের সঙ্গে দৈহিক দূরত্ব গড়িয়া তোলার মাধ্যমে আত্মিক ঐক্য স্থাপনের এক অনন্য নজির গড়িয়া তুলি। কলেরা, প্লেগ, গুটি বসন্ত (স্মল পক্স), পোলিও-সহ অনেক কঠিন রোগের বিরুদ্ধে আমরা লড়িয়াছি এবং জিতিয়াছি, বীরের মতোই। এত জয়ের ইতিহাসকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই লড়াইটাও চালাইয়া যাইতে হইবে, যে-যুদ্ধের শেষে মানুষের পক্ষে 'জয়' ছাড়া আর কিছুই লেখা দেখিতে পাইতেছি না আমরা। চেষ্টায় অবিচল থাকিলে জয় আমাদের নিশ্চিত।

রাজ্যে একদিনে আক্রান্ত ৩৫২৮ জন

কলকাতা, ২৫নভেম্বর (হি. স.): গত একদিনে রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫২৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩৬০৫ জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯২.৯৫ শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫১জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.২৬শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বুধবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪হাজার ৭৫২জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪লাখ ৬৬হাজার ৯৯১জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৩৪হাজার ৬৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮১৭২জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮০জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৮৭০ জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। বর্তমানে এখন করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬৮৪৬জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬৫জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৮২৫জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৪হাজার ৬৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৬লাখ ৫৪হাজার ৫২৪টি। এখন রাজ্যে ৯৫টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

যত দিন যাচ্ছে তৃণমূলের অবসান ঘটার সময় ঘনিয়ে আসছে, বিস্ফোরক অর্জুন সিং

কলকাতা, ২৫নভেম্বর (হি. স.): বুধবার আবারও খুন হলেন বিজেপি-র এক কার্যকর্তা। এই ঘটনাকে ঘিরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমন্ডি বিধানসভা অঞ্চলে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার পর রাজ্যের শাসক দলের দিকেই আঙ্গুল তুলেছে বিজেপি। এই ঘটনায় নিজের টুইটারে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে অর্জুন সিং লেখেন, 'দিন দিন যত তৃণমূলের অপশাসনের অবসান ঘটার সময় এগিয়ে আসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল ততই রক্ত পিপাসু হয়ে উঠছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বুথ সভাপতি স্বাধীন রায় আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ এর শিকার হলেন'।

প্রসঙ্গত, স্বাধীন রায় নামে ওই কার্যকর্তা কুশমন্ডি বিধানসভার গঙ্গারামপুর ব্লকে বাঁশপাড়া গ্রামের ১৬৬ নম্বর বুথে পি.এস নাম্বার ১ এর বুথ প্রেসিডেন্ট। দলের তরফে অভিযোগ, আজ তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। জেলার ভারতীয় যুব জনতা মোর্চার সভাপতি অভিষেক সেনগুপ্ত বলেন, "মৃতের বাড়ি সুখদেবপুরে। বাইকে করে কাজে বেড়িয়েছিলেন। দুপুরে লেবুতলায় ওনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত না
হলে প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না।"

অন্যদিকে, কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিজেপি কর্মীর দোকানে মধ্যরাতে গোপনে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিং লেখেন, 'কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে টিএমসি গুন্ডারা কাপুরুষের মতো মধ্যরাতে বিজেপি কর্মী বাপ্পা ঘোষের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিজপুর, ভাটপাড়া, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, জগদ্দল, নোয়াপাডা, টিএমসির গুন্ডারা ক্ষমতা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে'।

ট্রাম্পের পরাজয়, ট্রাম্পবাদের নয়

প্রবীর মজুমদার

২০১৯ -এর মার্চ। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টটার্চ শহরের দু'টি সমজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৫০ জন নিহত হওয়ার পর সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জামিণ্ডা আরডার্ন বলেছিলেন, 'দে আর আস'--- অর্থাৎ তাঁর কণ্ঠে বিভেদ নয়, ঐক্যের ডাক। ঠিক সেই সময় কালেই যখন ব্রাজিল, চিন, হাঙ্গেরি, তুরস্ক বা ভারত সহ অনেক দেশ আছে, যেখানে নেতারা এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেন। আজকের পৃথিবীতে 'দক্ষিণপন্থী স্ট্রংম্যানদের যে প্রদর্শন লক্ষ্য করা যায়--- যেমন আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রাজিলের বলসোনারো, তুরস্কের এরদোগান, ভারতের নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আরগানের পার্থক্যটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

আধুনিক পৃথিবীর হাল আমলের সবচেয়ে শক্তিশালী 'ট্রংম্যান' ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক আমেরিকার নির্বাচনে হেরে গেছেন, এটা সত্য। কিন্তু এটা নিশ্চিভাবে বলা যায় ট্রাম্পবাদ পরজাতি হয়নি। বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেভাবে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে জনপ্রিয় করেছেন, তা এখনও একটি শক্তিশালী আন্দোলন, অন্তত তাঁর পক্ষে দেওয়া ভোটের উত্থানের নিরিখে তা পরিষ্কার। ২০১৬ সালের নির্বাচনে তাঁর পক্ষের ভোটের তুলনায় এবারের প্রাপ্ত ভোট অনেকটাই বেশি। চার বছরের বিভ্রান্তিকর শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও মার্কিনী সমাজে ট্রাম্পের চরম দক্ষিণপন্থী অনেক গভীর শিকড় গেড়ে বসেছে। ট্রাম্পের প্রাপ্য ভোটের সংখ্যার নিরিখে বোঝা যায় সমাজে বিদ্যমান মেরুকরণের গভীরতা। নির্বাচনোত্তর পর্বেও শহরে ট্রাম্পের সমর্থকদের প্রদর্শন ও তা প্রমাণ করেছে।

যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে বা তার বাইরের দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদিদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই নড়েচড়ে বসবেন। সারা পৃথিবীজুড়েই দক্ষিণপন্থীদের উত্থান বেশ জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ব্রিটেনে বেক্সিটের সপক্ষে ভোট সেই দক্ষিণপন্থাকেই মনে করায়। এটি জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতা এবং বিশ্বমৈত্রী বিরোধী তরঙ্গের সমর্থক হয়ে উঠেছে যা ট্রাম্পকে ক্ষমতায় এনেছিল।

এমন আরও অনেক দেশ আছে, যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে দক্ষিণপন্থী কর্তৃত্ববাদী গোষ্ঠী। হাঙ্গেরী, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, ভারত বা তুরস্ক সব এই ঘরানার অনুগামী। কিন্তু এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই দক্ষিণপন্থার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ফ্রান্স, জর্মানি, ইতালি এবং কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থান এরই ইঙ্গিত করে। অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান অবিভাসী জনসংখ্যার ভয় এই দেশগুলিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে শক্তিশালী করার প্রধান কারণ। ইউরোপের এই গোষ্ঠীগুলি সাধারণত ট্রাম্পের মতোই পরিবেশবাদবিরোধী, বিশ্বমৈত্রী বিরোধী, ভূমিপুত্রবাদ এবং সুরক্ষাবাদের মতো মতবাদের সঙ্গে জড়িত। এরা সবাই মুসলিম দেশ থেকে অভিবাসনের তীব্র বিরোধী।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইউরোপীয় দেশগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে ক্রমবর্ধমান সমর্থন প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন ফ্রান্সের ন্যাশনাল র‍্যালি, ইত্যালির দ্য লিগ, নেদারল্যান্ডের দ্য পার্টি ফর ফ্রিডম অ্যান্ড দ্য ফোরাম ফর ডেমোক্র্যাসি, অস্ট্রিয়ার দ্য ফ্রিডম পার্টি এবং ব্রিটেনের ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি।

এর মধ্যে বেশ কয়েকটি জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে যে চরমপন্থী, দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কয়েকটি দেশে ক্ষমতায় আসতে পারে। নির্বাচনের অদূরে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সে জাতীয়তাবাদী মনোভাবেকে উস্কে দেবার জন্য ইসলামপন্থী উদ্রবাদীদের সঙ্গে জড়িত সাম্প্রতিক কিছু সহিংসতার ঘটনাবলী দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির পক্ষে কাজ করেছে। এই গোষ্ঠীগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাতে ট্রাম্পবাদের উত্থান থেকে উৎসাহ পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে জাতীয় 'পপুলিস্ট' নেতাদের জন্য ট্রাম্প অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই তাঁর স্টাইলও অনুকরণ করেছিলেন।

কিছু পশ্চিমী দেশে নব্য নাজিবাদের উত্থান বর্ণবাদী রাজনীতি এবং স্বদেশী জনপ্রিয়তাবাদের লক্ষণ সবচেয়ে উদ্বেগজনক হল অন্যান্য দেশে ট্রাম্পবাদের বিস্তারের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে অভিবাসন বিরোধী মনোভাব দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছে।

জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা প্রায়শই অভিজাত বিরোধী এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী বক্তৃতা দেন এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলার দাবি করেন। যদিও তাঁদের রাজনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিজাততত্ত্বকে শক্তিশালী করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এই নেতারাই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করেন।

পেশীবহুল জাতীয়তাবাদ হল ফ্যাসিবাদী আদর্শের বহিঃপ্রকাশ, যা এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বৈরাচারী শক্তিশালীদের উত্থান উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রুদ্ধ করছে। সর্বাধিক বিপজ্জনক ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট হল বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ, যা রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আধিপ্যত্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে মদত দেয়। এই দক্ষিণপন্থী শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে না, আঞ্চলিক ভারসাম্যকেও নষ্ট করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে হারাচ্ছে এবং নিপীড়ণমূলক বৃহতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। আর এসএসের মতাদর্শে পরিচালিত মোদি ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। ট্রাম্প মোদির মতো পেশীবহুল জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে দুর্দান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুপরিচিত ছিল। এমনকি মোদি তাঁর মার্কিন সফরে গিয়ে সেখানে ট্রাম্পের সমর্থনে ভোটও চেয়েছেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই। দক্ষিণপন্থী ভারতীয় নেতারা ট্রাম্পের জয়ের উপর বাজি রেখেছিলেন। ট্রাম্পের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থী স্বৈরশাসক এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাদের আদর্শিক পৃষ্ঠপোষককে হারিয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে অনেক ইউরোপীয় এবং এশিয় দেশে ট্রাম্পবাদের অবসান হয়েছে।

ট্রাম্পের কড়া ধাঁচের নির্বাচনী প্রচার উগ্র জাতীয়তাবী মতাদর্শকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্ত করেছে তা নয়, সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর কম ব্যবধান পরাজয় বিশ্বব্যাপী রক্ষণশীল উগ্র জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করতে পারে। নতুন মার্কিন নেতৃত্বের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ সহ বিভাজিত মার্কিন বিভ্রান্তিকর বিদেশীনীতিকে সুবিন্যস্ত করে দেশের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা। তবে চূড়ান্তভাবে মেরুকৃত দেশ এবং অস্থির বিশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঐক্যতানে বাঁধা অতটা সহজ হবে। কেননা পরাজয় হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ট্রাম্পবাদের নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সরকারি আমলা থেকে শিল্পীরা পৃথক কোথায় : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

একটি বিষয় বুঝতে হবে যে কাউকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারী বাসভবনে থাকতে দেওয়া যায় না। মন্ত্রী, সাংসদ, আমলাদের পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী বাসভবন ছেড়ে দিতে হয়। শিল্পী এবং সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। সরকার তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনও সরকারী আবাসন দিতে পারে না।

এখন সরকার নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজ, চিত্রশিল্পী যতীন দাস সহ ২৭ জন শিল্পীকে দ্রুত তাদের সরকারি বাসভবন খালি করতে বলেছে। তারা সকলেই এখানে কয়েক দশক ধরে বসবাস করছিল। বিরজু মহারাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে নামজাদা অঞ্চলের শাহজাহান রোডের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন। প্রশ্ন হল, সরকার কতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সরকারী আবাসন দিতে পারে? কিছু লোক বলছেন যে সরকারের এই পদক্ষেপ কঠোর। সরকারের উচিত ছিল এইসব শিল্পীদের থাকার জন্য আরও সময় দেওয়া। যারা 'কিছু' বলেন তাদের কতটা বলা উচিত? কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কয়েক দশক থেকে অর্ধ শতাব্দীর সময়কাল কি সংক্ষিপ্ত? সর্বোপেরি এই সব শিল্পীরা ভাল উপার্জন করে। আপনি যদি উপার্জন করেন, তবে নিজের বাড়ি তৈরি করতে সমস্যা কোথায়? নিজের বাড়ি থাকলে এই সকল শিল্পীদের জীবনেও স্থিতিশীলতা আসবে।

বিরজু মহারাজ একজন দুর্দান্ত শিল্পী। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি কথক নৃত্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিলেন এবং নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিশ্বজুড়ে কয়েক হাজার নৃত্য অনুষ্ঠান করেছেন।কথক শিক্ষণার্থীদের জন্য প্রচুর কর্মশালার আয়োজন করেছেন। তিনি নয়াদিল্লিতে ভারতীয় কলা কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। এই কেন্দ্র পরবর্তীকালে কথক কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৮ সালে এখান থেকে অবসরগ্রহণের পর, দিল্লিতে কলাশ্রম নামে নৃত্যের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এতকিছু করার পরও তিনি কি দিল্লিতে একটি নিজের জন্য বাড়ি করতে পারতেন না? কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। যতীন দাসও একজন দুর্দান্ত চিত্রশিল্পী। তবে একটি কাগজ উতাদনকারী সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগও করেছিলেন। যতীন দাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি তদন্ত না করা হলেও এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে তারা কেন নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারি বাসভবনে থাকবেন? যারা শিল্পী নন, তারা কি দেশের নাগরিক নন? তারা কি দেশ গঠনে অবদান রাখছে না? উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে ট্যাক্স প্রদান করছেন না? এই সমস্ত প্রশ্ন বৈধ।

ধ্রুপদী শৈলীর শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ওয়াসিফুদ্দিন ডাগরকেও তাঁর সরকারী বাসভবন খালি করতে বলা হয়েছে। তিনি ওস্তাদ নাসির ফয়াজউদ্দিন দাগরের ছেলে। বাবা, কাকার মৃত্যুর পরে তিনি ধ্রুপদ শৈলীর গান একাই গেয়ে চলেছেন। ২০১০ সালে তাকে 'পদ্মশ্রী' ভূষিত করা হয়েছিল। প্রশ্ন হল এই সকল শ্রদ্ধেয় শিল্পীরা কেন তাদের বাড়ি তৈরি করেননি? এবং যদি বাড়ি তৈরি করে থাকেন তবে আপনি সেখানে যাচ্ছেন না কেন? লুটিয়েনস দিল্লিতে শিবির স্থাপন করার অর্থ কি? তারা কীভাবে এই ভুল ধারণাটি পেয়েছিল যে সরকারী বাড়িতে আজীবন থাকতে পারবেন। এই ধরনের প্রবণতা একেবারেই কাম্য নয়।

একটা সময় ছিল যখন কিছু নেতা নির্বাচনে পরাজিত হয়েও সরকারী বাসভবন ছেড়ে যেতে নারাজ হত। তবে এসব এখন ঘটে না। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদী সরকার গঠনের পরে, সবকিছুই এখন বিধি দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরে চৌধুরী অজিত সিং ১২ নম্বর তুঘলক রোডে তাঁর সরকারি বাসস্থান খালি করার ক্ষেত্রে গররাজি ছিলেন। পরে তাকে সরকার সেই বাংলো থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট, ৫ জুলাই ২০১৩ এর একটি রায় দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মন্ত্রী, সাংসদ পদ না থাকলে এক মাসের মধ্যেই সরকারী বাড়ি খালি করে দিতে হবে। সেই নিয়ম অনুসারে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার এক মাসের মধ্যে নেতাদের নিজের সরকারি আবাস পূর্ত দফতরের হাতে তুলে দিতে হবে। তবে তাদের কিছু বাধ্যবাধকতাও থাকতে পারে। সুতরাং, আশা করা যায় যে তারা যদি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে কোনও সরকারী বাংলোয় অবস্থান করেন তবে তারা লোকসভার স্পিকারের অনুমতি নেন এবং বাজারের ভাড়া প্রদান করেন। এখন এটাই হচ্ছে নিয়ম। এমনটা না করলে প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন মন্ত্রীদের পেনশন আটকে দেওয়ার রীতি চালু হয়েছে।

আসলে নয়াদিল্লি অঞ্চলের আবাসিক কলোনীতে চলে গেলে সেখান থেকে ছেড়ে যাওয়া সহজ নয়। সবুজে ভরা নয়াদিল্লির বাসিন্দাদের আন্তর্জাতিক স্তরে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এখানে শ্রেষ্ঠ স্কুল, হাসপাতাল, আন্তর্জাতিক মানের বাজার, সবুজে ঘেরা উদ্যানের মতন সুযোগ সুবিধা আছে। আপনি পুরো ভারতজুড়েই এমন একটি সংগঠিত অঞ্চল খুব কমই খুঁজে পেতে পারেন। এখানে দূষণ নেই বললেই চলে। দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকরা এখানে বসবাস করে থাকেন। এখানে একবার এসে পৌঁছলে এই সুযোগ সুবিধাকেউ ছাড়তে চায় না। ফলে অনেকেই এখানে থেকে যেতে চান। তবে এখন সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে।বিধি যদি বলে যে এটি বৈধ এবং যদি নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তবে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন। এখন বিরজু মহারাজ, যতীন দাসকে অবিলম্বে বাবাসাহেব আম্বেদকরের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে সরকারী বাসভবন ত্যাগ করা উচিত। আপনি যদি ইতিহাসের পাতাগুলি খুলে দেখেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে ড় ভীমরাও আম্বেদকর ১৯৫১ সালের ২ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পরের দিন সরকারি বাসভবন ছেড়ে ২৬ আলিপুর রোডে স্থানান্তরিত করেছিলেন। অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়ার পরে তিনি ২২ নম্বর পৃথ্বীরাজ রোডের সরকারি বাসভবন পরিত্যাগ করেন। সেই কারণেই আম্বেদকরকে গোটা দেশ শ্রদ্ধা করে। দেখুন, সরকারী সুযোগ-সুবিধা কোনওভাবেই ভুল উপায়ে ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু নেতা থেকে শুরু করে সরকারি আমলা প্রত্যেকেই এর অসত ব্যবহার করে।কিছু সরকারি আমলা নিজেদের সরকারি আবাসকে ভাড়া দিয়ে দেন। একবার ভেবে দেখুন এটা কতটা গুরুতর এবং বেআইনি কাজ। এমন ধরনের সরকারি আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আসলে কথা সেই সব শিল্পীদের হচ্ছে যারা সরকারি বাসভবনে রয়েছে কিন্তু খালি করছে না। এরা সবাই দেশের বিশেষ নাগরিক হওয়ায় আশা করা যায় তারা কোনও আন্দোলন ছাড়াই সরকারি বাড়ি খালি করে দেবে।

হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত কালাইন ও লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব বিমলেন্দু দেব, শোকস্তব্ধ এলাকা

কাটিগড়া (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : কালাইন এবং লক্ষ্মীপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব বিমলেন্দু দেবের অকালমৃত্যু ঘটেছে। তিনি ডায়াবেটিস রোগের উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিতে গিয়েছিলেন। সেখানে কোভিড টেস্ট করালে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় ডায়াবেটিসের চিকিৎসা না করিয়ে তাঁকে কালাপাহাড়ের কোভিড সেন্টারে ভরতি করানো হয়। সেখানে ডায়াবেটিসের ওষুধ প্রয়োগ না হওয়ায় ২৩ নভেম্বর রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন জিপি সচিব বিমলেন্দু দেব।

বুধবর কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী জানান, মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের লোকজন গুয়াহাটি থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। আজ রাত শিলচরেক তারাপুরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছবে মরদেহ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। স্ত্রী সুদীপা দেব ও এক পুত্র, এক ভাই, আত্মীয়স্বজন সহ বহু গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন তিনি। প্রয়াত জিপি সচিব বিমলেন্দু দেবের অকালমৃত্যুতে মর্মাহত সভাপতি মৃদুলকান্তি। মৃদুলবাবু জানান, অত্যন্ত দক্ষ অমায়িক ও সদা হাস্যময় ছিলেন প্রয়াত বিমলেন্দু দেব। তাঁর অকালমৃত্যুতে কালাইনে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। সদ্ব্যহারের দরুন স্বল্পদিনে কালাইনের অগণিত মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন তিনি। আজ কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রয়াত সচিব বিমলেন্দু দেবের চিত্রপটে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েতের সহ-সভানেত্রী রুকিয়া বেগম, ওয়ার্ড মেম্বার গৌরীশংকর চক্রবর্তী, শাহাজান উদ্দিন বেগ, দিপন রায়, কানু দাস, সুমনা দেব, শেলী দাস, কুসুমতী দাস, সুপ্রীতি তামুলি, দুরবলা বৈষ্ণব, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভানেত্রী তথা কাটিগড়া মহিলা সমিতির সভানেত্রী জমিলা বেগম, বিশিষ্ট ক্রীড়াবীদ সুদীপ চৌধুরী, সমাজসেবী ধর্মকান্ত বৈষ্ণব, রত্নেশ্বর তামুলি, সামসুল হক বড়ভুইয়াঁ, প্রাক্তন কালাইন জিপি সভাপতি সন্দীপ দাস, ধনঞ্জয় দেব প্রমুখ। এছাড়া শ্রদ্ধাঞ্জলী সভায় পঞ্চায়েতের জিপিসি আসজাদ হুসেন বড়ভুইয়াঁ, টিসি শুভন দে, বাসুদেব চক্রবর্তী, জিআরএস প্রজ্জ্বল দাস, ইঞ্জিনিয়ার শংকর শুক্লবৈদ্য, অফিস সহকারী সমরেন্দ্র দাস সরকার প্রমুখ। বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেছেন উপস্থিতরা। জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী কালাইন পঞ্চায়েত অফিস দুদিনের পেনডাউনের নির্দেশ দেন। বক্তারা প্রয়াত বিমলেন্দু দেবের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

যক্ষ্মা নির্মূল করতে হলে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে : হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন যক্ষ্মা নিয়ে কাজ করা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিনের বৈঠকে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করতে হলে কার্যকারী রণকৌশল গড়ে তুলতে হবে। দেশজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যক্ষ্মা রোগীদের সেবা ও শুশ্রূষা নিয়ে আরো বিস্তর আলোচনা ও ভাবনা চিন্তা করতে হবে নতুন দিক খোলার জন্য।

এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মাকে নির্মূল করতে হবে। বিশ্বজুড়ে এই রোগ প্রশমনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০৩০। গোটা পৃথিবীর তুলনায় ভারত পাঁচ বছর আগেই যক্ষ্মা নির্মূল করতে তৎপর। সকল দেশবাসীকে এ বিষয়ে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক উপায় কাজ করে যেতে হবে। যক্ষ্মা রোগকে কলঙ্ক মনে করা বন্ধ করতে হবে। তখনই এর থেকে নির্মূল হওয়া সম্ভব।

গুরু নানকের জীবনের উপর লেখা বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জীবন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন বুধবার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা কৃপাল সিং এই বইটি লিখেছেন। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, গুরুনানাক দেব জির জীবন ও আদর্শের উপর আধারিত একটি পুস্তক উন্মোচন করেছি। বইটি লিখেছেন চণ্ডীগড় নিবাসী কৃপাল সিং। বইটির উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি।

তরুণ গগৈ কেবল ব্যক্তি নন, ছিলেন একজন আস্ত অসম, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেছেন রাহুল

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : তরুণ গগৈ ব্যক্তি নন, ছিলেন আস্ত অসম। তাঁর সঙ্গে কথা বললে মনে হত যেন অসমের সাথে কথা বলছি। বুধবার শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেছেন আবেগিক রাহল গান্ধী।

আজ সকাল ৯:৪০ মিনিটে গোয়া থেকে গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে সোজা শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে চলে যান সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। শংকরদেব কলাক্ষেত্রে গিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের শায়িত নশ্বরদেহে ফুলের তোড়া ও ধূপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান তিনি।

শ্রদ্ধাঞ্জলির পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে খনিকের বার্তালাপে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'গগৈজি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁর শিষ্য। তাঁর সঙ্গে আমার অসংখ্যবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। বহু কথাবর্তা হত। তিনি কেবল ব্যক্তি নন, ছিলেন একজন আস্ত অসম। কথা বললে মনে হত যেন আস্ত অসমের সঙ্গে কথা বলছি ' তিনি বলেন, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বহু শিষ্যকে রাজনীতির পাঠ দিয়ে গেছেন তরুণ গগৈ। তাই অসমে কখনও কংগ্রেসের খারাপ দিন আসবে না, বলেন রাহুল।

শংকরদেব কলাক্ষেত্র থেকে রাহুল গান্ধী গৌরব গগৈকে সঙ্গে নিয়ে যান প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের সরকারি বাসভবনে। সেখানে তিনি প্রয়াতের পত্নী ডলি গগৈয়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। স্বামী তরুণ গগৈ প্রয়াত হওয়ার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পত্নী ডলি। তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়ে গভীর সমবেদনা জানিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন গান্ধী। সেখান থেকে প্রায় দু-ঘণ্টা পর রাহুল গান্ধী ফের দিল্লির উদ্দেশ্যে বিমানে চড়ে রওয়ানা হয়েছেন।

দু''বছর পর সিধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ অমরেন্দ্র সিংয়ের

চণ্ডীগড়, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): প্রায় দুই বছর পর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং এর সঙ্গে দেখা হল নভজোৎ সিং সিধুর। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে বুধবার মধ্যাহ্নভোজে ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতা হয়। মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং এর মিডিয়া উপদেষ্টা রবীন ঠুকরাল নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতা হয়েছে। পঞ্জাবের বর্তমান পরিস্থিতি এবং গোটা দেশের বিষয় দুইজনের মধ্যে আলোচনা হয়। দুইজনের মধ্যে টানা এক ঘণ্টা বৈঠক হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সিধু। এরপর প্রায় দীর্ঘ সময় অজ্ঞাতবাসে কেটেছে তার। কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে রাহুল গান্ধী যখন পঞ্জাব এসেছিলেন। তখন রাহুলের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছিল সিধুকে। মনে করা হচ্ছে এবার ফের পঞ্জাব মন্ত্রিসভায় জায়গা হতে পারে সিধুর।

বৃহস্পতিবারের প্রস্তাবিত ভারত বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শিলচর (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা প্রশাসন জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। বুধবার এ ব্যাপারে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জারিকৃত আদেশে বিভিন্নস্থানে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি।

সে অনুযায়ী শিলচরে ডিসি অফিস এবং আদালত চত্বরে তদারকির জন্য সদর সার্কল অফিসার তথা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডি পাঠককে নিয়োগ করা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কিমনেইনিম সাংসনকে শিলচর থানা অঞ্চল (রাঙ্গিরখাড়ি টাউন ফাঁড়ি, ঘুঙ্গুর শহর ফাঁড়ি, রংপুর পুলিশ পেট্রোল পোস্ট, মালুগ্রাম শহর ফাঁড়ি, তারাপুর শহর ফাঁড়ি এলাকা বাদ দিয়ে) পর্যবেক্ষণ করবেন।

শিলচর রাজস্ব সার্কলের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রুথি আইয়াজো রাঙ্গিরখাড়ি টাউন ফাঁড়ি, ঘুঙ্গুর টাউন ফাঁড়ি, রংপুর পুলিশ পেট্রোল পোস্ট, মালুগ্রাম ফাঁড়ি, তারাপুর ফাঁড়ি অঞ্চল দেখাশোনা করবেন। এছাড়া উধারবন্দের সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়ন্ত চক্রবর্তী উধারবন্দ ও বড়খলা থানা অঞ্চল দেখাশোনা করবেন। কটিগড়ার সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণজিৎকুমার দেব কাটিগড়া থানা অঞ্চল দেখাশোনা করবেন। এভাবে সোনাই রাজস্ব সার্কল অফিসার তথা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিকাশ ছেত্রী সোনাই, কচুদরম ও ধলাই থানা অঞ্চল দেখাশোনা করবেন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি বনধ চলাকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সময় সময় রিপোর্ট করতে হবে বলে আদেশে বলা হয়েছে।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর রাধারমণজিউর ১০৬ তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বারইগ্রাম আশ্রমে উৎসব

বারইগ্রাম (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : করোনা-র দাপট কাটিয়ে দীর্ঘ প্রায় দশমাস পর খুলতে যাচ্ছে বারইগ্রাম রাধারমণ গোস্বামীজিউর আশ্রমের মূল ফটক। আগামী তিরিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রাধারমণজিউর ১০৬ তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে উৎসব।

সুচারুরূপে উৎসব উদযাপন করতে রাধারমণ গোস্বামীজিউ আশ্রম পরিচালন সমিতির কর্মকর্তা এবং ভক্তরা ইতিমধ্যে শুরু করেছেন বিশেষ আয়োজনের ডালি সাজাতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওইদিন বিশাল আয়োজনে উৎসবটি পালনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন আয়োজকরা। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আশ্রমের প্রেক্ষাগৃহে আশ্রম পরিচালন কমিটির ডাকে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুনীল পালের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় সমাগত উৎসব পালন নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। ওই আলোচনা সভায় প্রায় সব বক্তাই বলেন, করোনার প্রকোপ আর না বাড়লে উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পালন করতে হবে। কোভিড প্রটোকলের যাবতীয় নিয়ম মেনে উৎসবটি পালনে সবাই সায় দেন।

উৎসবের অঙ্গস্বরূপ পূজার্চনা থেকে দীক্ষানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ভক্তকে মাস্ক পরার পাশাপাশি সাবান বা হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যাবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। সঙ্গে প্রবেশদ্বারে থাকবে থার্মাল স্ক্যানিঙের ব্যবস্থাও। তিনদিনের এই উৎসব শুরু হবে ২৯ ডিসেম্বর শুভ অধিবাসের মাধ্যমে। ৩০ ডিসেম্বর প্রভুর আবির্ভাব তিথি এবং ৩১ ডিসেম্বর নন্দ-উৎসবের মাধ্যমে তিন উৎসবের সমাপন হবে। অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আশ্রম পরিচালন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তরুণ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কৌশিকরঞ্জন দে, বাদল পাল, মানিক সূত্রধর, রঞ্জিত রায়, জয়ন্ত দেব, ডা. দুর্বাদল দাস, অনামিকা পাল বণিক, নারায়ণ পাল, বিধান দাস প্রমুখ।

উদ্ধব ঠাকরে সরকারের জন্য দুর্ভোগে রয়েছে মহারাষ্ট্রবাসী : দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): উদ্ধব ঠাকরে সরকারের জন্য দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্রবাসী বলে বুধবার দাবি করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি নিরন্তর জনগণের হয়ে আন্দোলন করে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, অত্যধিক বিদ্যুৎ বিলের কারণে বেহাল অবস্থা জনগণের। বিদ্যুতের বিলের বর্ধিত টাকা কমানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী। এমনকি ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল মুকুব করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন বিদ্যুৎমন্ত্রী বলছেন এমনটা সম্ভব নয়। এর থেকে স্পষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে কোন রকমের বোঝাপড়া নেই। একইভাবে করোনা সংকটকালে রাজ্য সরকারের মধ্যে থাকা কয়েকজন দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। ফলে বিজেপিকে এখন জনগণের হয়ে আন্দোলন করতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের মতন করে সরকার চালাচ্ছে। রাজ্যের নতুন সরকার আসার পর এখনো পর্যন্ত একবার সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে। জনগণের দুর্ভোগে নিয়ে রাজ্য সরকারকে একাধিক চিঠি লেখা হয়েছিল। কিন্তু এখনো এর কোনো উত্তর আসেনি। বিরোধী দলগুলি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের হিতসাধনের জন্য কাজ করে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ বিজেপি। জনহিতের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ জোরদার করবে বিজেপি।

কাছাড় জেলার জিরিঘাটে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার প্রায় এক কোটি টাকার নেশাদ্রব্য, আটক মণিপুরের দুই বাসিন্দা

শিলচর (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার মণিপুর সীমান্তবর্তী জিরিঘাট পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট। এগুলির সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলার দুই যুবককে।

বুধবার জিরিঘাট থানার ওসি প্রণবকুমার ডেকা জানান, আজ সকালে জিরিঘাট পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ 'ডব্লিউ ওয়াই' ব্র্যান্ডের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে আটক করা হয়েছে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলার দুই যুবক নেশার ট্যাবলেট বহনকারী লরি চালক লিওন বাইপাই (২৭) এবং সহচালক মুমুং বাইপাই (১৮)-কে। ওসি ডেকা জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জিরিঘাটের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এদিন সকালে যানবাহনে তালাশি অভিযান চালান তাঁরা। অভিযানের সময় মণিপুর থেকে আগত শিলচরগামী একটি লরি পুলিশের সিগন্যাল না মেনে দ্রুত পালানোর চেষ্টা চালায়। জিরিঘাট পুলিশের দল বাইক নিয়ে লরির পিছু দাওয়া করেন। পালানোর পথে লালপানিতে গিয়ে লরিটিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় জিরিঘাট পুলিশের দল।

লরিটিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় জিরিঘাট থানায়। সেখানে লরিতে তালাশি চালিয়ে ড্রাইভিং সিটের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণের এই সব নেশার ট্যাবলেট। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা হবে বলে জানান ওসি প্রণবকুমার ডেকা। ধৃতরা পুলিশের কাছে বয়ান দিয়ে বলেছে, বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেটগুলি মণিপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। জিরিঘাট থানার ওসি প্রণবকুমার ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা নথিভুক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ধৃত দুই যুবককে লক্ষ্মীপুর আদালতে হাজির করা হবে বলে জানান ওসি।

কোটি টাকার নেশাদ্রব্য, আটক মণিপুরের বাসিন্দা দুই যুবক

শিলচর (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার মণিপুর সীমান্তবর্তী জিরিঘাট পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ নেশার ট্যাবলেট। এগুলির সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলার দুই যুবককে।

বৃহস্পতিবার জিরিঘাট থানার ওসি প্রণবকুমার ডেকা জানান, আজ সকালে জিরিঘাট পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক লক্ষ 'ডব্লিউ ওয়াই' ব্র্যান্ডের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে আটক করা হয়েছে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলার দুই যুবক নেশার ট্যাবলেট বহনকারী লরি চালক লিওন বাইপাই (২৭) এবং সহচালক মুমুং বাইপাই (১৮)-কে। ওসি ডেকা জানান, নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জিরিঘাটের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এদিন সকালে যানবাহনে তালাশি অভিযান চালান তাঁরা। অভিযানের সময় মণিপুর থেকে আগত শিলচরগামী একটি লরি পুলিশের সিগন্যাল না মেনে দ্রুত পালানোর চেষ্টা চালায়। জিরিঘাট পুলিশের দল বাইক নিয়ে লরির পিছু দাওয়া করেন। পালানোর পথে লালপানিতে গিয়ে লরিটিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় জিরিঘাট পুলিশের দল।

লরিটিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় জিরিঘাট থানায়। সেখানে লরিতে তালাশি চালিয়ে ড্রাইভিং সিটের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণের এই সব নেশার ট্যাবলেট।

উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা হবে বলে জানান ওসি প্রণবকুমার ডেকা।

ধৃতরা পুলিশের কাছে বয়ান দিয়ে বলেছে, বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেটগুলি মণিপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। জিরিঘাট থানার ওসি প্রণবকুমার ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা নথিভুক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। আগামীকাল শুক্রবার ধৃত দুই যুবককে লক্ষ্মীপুর আদালতে হাজির করা হবে বলে জানান ওসি।

তরুণ গগৈ ছিলেন প্রকৃত মানবদরদি, বলেছেন শোকাহত পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল

গুয়াহাটি (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর মতো প্রকৃত মানবদরদি বিরল। এমন একজন ব্যক্তির প্রয়াণে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছেন প্রবীণ কংগ্রেসি তথা পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সংসদীয় সচিব মণিলাল গোয়ালা।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করতে গিয়ে দলের এই প্রবীণ নেতা প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল বলেন, আজ আমি সত্যিকার অর্থেই আমার রাজনৈতিক অভিবাবকে হারিয়েছি। তাঁর মতো জনদরদি নেতার মৃত্যুতে অসমের রাজনীতি পরিমণ্ডলে যে ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সহজসরল প্রকৃতির মানুষ, অন্যকদিকে ছিলেন বড় মনের অধিকারী। প্রায় সময় ক্ত্রবাদ দিয়া হেক্ত্র নীতিতে বহজনকে ক্ষমা করে দিতেন তিনি। যে কোনও কঠিন পরিসিতি হোক না-কেন, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সফলতার মুখও দেখেছেন প্রয়াত এই নেতা।

তাই তিনি মনে করেন, আজকের দিনে অসম প্রদেশ কংগ্রেস একজন অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ অভিভাবককে হারিয়েছে। এদিকে একইভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল বাসিত এবং পরশুরাম কানু পৃথক পৃথকভাবে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সীতাংশু দে, পাথারকান্দি ব্লক ইয়ং ব্রিগেডের সভাপতি অশোক দাস, পাথারকান্দি ব্লক ইয়ং ব্রিগেডের কার্যনির্বাহী সভাপতি এএস মহম্মদ ইয়াহিয়া সহ অন্যান্যরা গভীর শোক প্রকাশ করে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করেছেন।

করোনা-মুক্ত রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): করোনা-মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। বুধবার নার্সিং হোম থেকে বাইকে করে র্যালি করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। চলতি মাসের গোড়ার দিকে অসুস্থ বোধ করায় তাঁর করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীকে।

সেখানে চিকিৎসা চলে তার। এরপর গতকাল ফের একবার তার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর বুধবার তাকে নার্সিংহোম থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আহমেদ প্যাটেলের স্মরণে তিনদিন অর্ধনমিত থাকবে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে আগামী তিনদিন পর্যন্ত দলীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। দলের প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজ্যের দলীয় কার্যালয় এমনকি জেলা কার্যালয়ও কংগ্রেসের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেনুগোপাল জানিয়েছেন আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী তিনদিন কংগ্রেসের সমস্ত দলীয় কার্যালয়ে পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। আহমেদ প্যাটেল স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কে সি বেনুগোপাল জানিয়েছেন, কংগ্রেসের আদর্শ এবং সিদ্ধান্তের প্রতি সর্বদা নিষ্ঠাবান থেকেছেন আহমেদ প্যাটেল। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দলের প্রতি অনুগত থেকেছেন তিনি। খুব সহজেই সকলের বন্ধু হয়ে যেতে পারতেন। সরল এবং সৌম্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ।

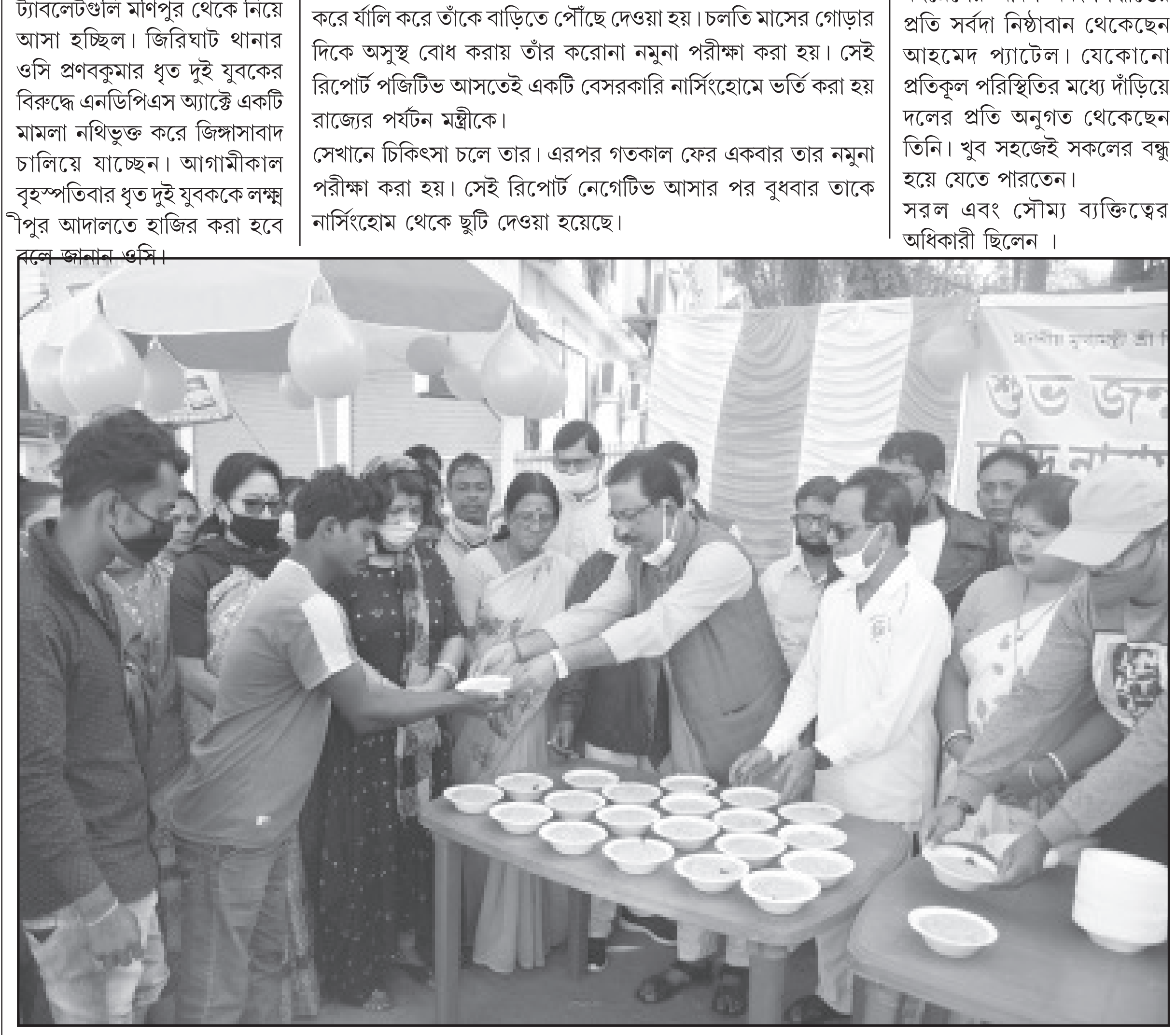

বুধবার বিজেপির উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খিচুরি বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হিমেল দিনের রূপসজ্জা

শীতকালে খেয়ে আরাম, বেড়িয়ে আরাম। শীতকালে মনের মতো করে সাজগোজ করা যায়। গরমকালে সাজগোজ করে করা যায়। গরমকালের সাজগোজ করে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। কারণ দু'মিনিটেই ঘেমে নেয়ে মেকআপ গলে একাকার। কিন্তু শীতকালে তা হয় না। তাই সকাল-সন্ধ্যায় ইচ্ছেমতো সাজা যায়। নেওযা যায় মেকআপ।

দিনের বেলার মেকআপ—

শীতকালে সাবাতে আর্দ্রতা কমে যায়, ত্বক শুষ্ক লাগে। ঘরের ভেতর এবং বাইরের তাপমত্রায় ফারাক থাকায় ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ত্বক নিষ্প্রভ দেখায়। তাই মেকআপের আগে ত্বক পরিষ্কার করা জরুরি। তবে সাধারণ বাজার চলকি সাবান ব্যবহার না করে ময়শ্চারাইজার যুক্ত সাবান ব্যবহার করুন।, মাইল্ড ফেশওয়াশ দিয়েও মুখ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সার্জর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গাযের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে।

একটা সফট লুরক আসবে। শীতকালে কালো লাইনারের বদলে পোশাকের সঙেগ রং মিলিয়ে খয়েরি, হালকা সবুজ ইত্যাতি রং-এর লাইনারও ট্রাই করা যেতে পারে। ঠোঁটে কেপাশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপকালার লাগিয়ে নিন। খুব লাল বা মেজেনটা ইত্যাদি রংগুলি পাক্রিবেলার জন্য তোলা খাত। দিনের বেলা হালকা রঙের গ্লসি লিপগ্লসেরও অনেককেই নামিয়ে যায়।

বিশেষ করে টিনএজারাদের। একটা কথা, এক সঙ্গে চোখ ও ঠোঁট দুটোই বেশি করে হাইলাইট করবেন না। শীতকালে অয়েল বেসড মেকআপে দেখতে ভালো লাগে। বেশিক্ষণ থাকওে। সকালে সফট শেডের ক্রিম ব্লাশ -অন ব্যবহার করতে পারনে। হবালকা একটা আভাই যেন গালে থাকে। চোখে ক্লিয়ার মাসকারা ব্যবহার করুন। চোখে একটা ভেজা ভেজা ভাব থাকবে। যত্ন করে সময় নিয়ে মেকআপ করুন। অপটু হাতে তাড়াহুড়ো করে মেকআপ করলে হিতে বিপরীত হয়।

সন্ধেবেলায় মেকআপ ঃ-

শীতের সন্ধেই সেই সময় যখন ঘরে মজুত মেতআপের সমস্ত সম্ভার দিয়ে মনমতো সাজগোজ

ফেশওয়াশ দিয়েও মুখ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সার্জর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গাযের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে। একটা সফট লুরক আসবে। শীতক

করা যায় প্রথমেই ময়শ্চরাইজার লাগানোর পালা। তারপর ফাউন্ডেসন লাগাতে হবে। যদি ছোকের কোলে কালি থাকে বা মুখে বেশি দাঘছোপ থাকে তাহলে কনসিলার দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিতে হবে। ফাউন্ডেসন সবসময় নিজের গাযের রঙের সঙেগ রং মিলিয়ে কিনতে হবে। তার জন্য ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করতে পারনে। মুখ, ঘাষ লগা ও পিটে ফাউন্ডেশন লাগাবেন। এরপর ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই কমপ্যাক্ট লাগান। বাড়তি পাউডার ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলুন।

এরপর খোচের পালা। প্রথমে আইশ্যাডো লাগাবার পালা। চোখের জন্য স্মোকি অঅইজ এভ্র ভালো অপশন, আইশ্যাডো ব্রাশ দিয়ে ছোকের কোণের অংশ সআমজ করে দিন। রাতে গ্লিটার দেওয়া আইশ্যাডো ব্যাবাহর করতে পারেন। পোশাকের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করতেচ লোন্ডেন অথবা ব্রোঞ্জ শেডের আইশ্যাডো বা হাইলাইটার লাগতেে পারনে।' দু'রঙের অঅইশ্যাডোও লাগাতে পারনে। এরপর লাইনার লাগানোর পালা, স্মোকি অঅইজ চাইলে ব্রাশেড সাহায্যে আইলাইনার সামান্য ঘযে নিন। ছোকের মায়াবী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাসকারা ব্যবহার করুন। মাসকারা লাগানোর সময় দুটো ল্যাশেই ব্লেন্ড করে দেবেন।

পোশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপস্টিক না লাগালে পাত্রিবেলায় সাজ সম্পূর্ণ হয় না। এখন লাল-রঙের এবং লাল ঘেঁষা গাঢ় পিঙ্ক খুব চলছে। পো শাকের রঙের সঙ্গে নামাইসই লিপস্টিক বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করার সময় গাযের স্কিনটোন এবং লাল ঘেঁষা গাল পিঙ্ক খুব তলছে। পোসাকের রঙের সঙ্গে মানানসই লিপস্টিই বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করারসময় গাযের স্পিনটোন এবং বয়সের কথাও মনে রাখতে হবে। তবে যজি ঠোঁট হাইলাইট শেড দিযে। রাত্রিবেলায় ঠোঁটের জমকালো সাজের জন্য গোল্ডশাইন লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারনে।

দিনের শেষে এমকআপ ভালো করে তুলে ভালো নাইক্রম লাগাবেন। না হলে ত্বকের ক্ষতি হবে।ভালো দেখানোর শর্ত কিন্তু মসৃণ ত্বক। তাই শীতকালে মধু, দই, দুধ, গাজরের রস, কমলালেবুর রস, রোলপের পাপাড়ি বেটে প্যাক তৈরী করে সপ্তাহে দু'দিন লাগান। দু-চারটে জিনিস মিশিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাবাহরর করুন।

এছাড়া ত্বক মসৃণ উজ্জ্বল দেখানোর জন্য সময়ের শাসসবজি, ফল, দুধ, দই খাদ্যতালিকায় রাখুন। শীতেও বেশি করে জল খান।

তীব্র শীতে শিশুর সুরক্ষা

তীব্র শীতে পুরো দেশ যেন কাঁপছে। গত কয়েক দিনে শীতের জন্য মারা গেছে অন্তত ২৫ জন। আর এই আবহাওয়ায় বেশি অসুস্থ হয় শিশুরা। বিরুপ এই সময়ে শিশুরা কি ধরণের রোগে আক্রন্ত হয় বেং কিভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি এ্যাপোলো হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ কামরুল হাসনের সঙ্গে।

শীতে শিশুদের কি কি রোগ দেখা যায়?

ডাক্তার ঃ মূলত এ সময় শিশুরা নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ঠাণন্ডা সর্দি, এ্যাজমায় বেশি আক্রন্ত হয়। আর সঙ্গে সিজোলান জ্বর তো রয়েছেই।

এসব রোগের লক্ষণ ঃ

ডাক্তার ঃ ঠান্ডা অনেক দিন স্থায়ী হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব, বুকের খাঁচা দেভে যাওয়া দ্রুত শ্বাস নেওয়া।

কারা বেশি আক্রান্ত হয় ঃ

ডাক্তার ঃ সাধারণত আমাদের দেশের অপুষ্ট কম ওজনের শিশুরাই এধরনের রোগে বেশি আক্রন্ত হয়। আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সুষম খাদ্য এবং যত্রেন অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে।

কিভাবে সতর্ক হতে হবে?

ডাক্তার ঃ শিশু অসুস্থ হলে মাযের বুকের দুধ দিতে এবং নিয়মিত খাবার খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার ঠান্ডা ন লাগে। তাদের ধুলা বালি থেকেও দূরে রাখতে হবে।

শিশু একটানা তিনদিনের বেশি অসুস্থ থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসাঃ -নিউমোনিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা গেলে ১৫ দিনের চিকিৎসায়ই শিশু ভালো হয়ে যায়। আর ভাইরাস জনিত জ্বরও ৩ থেকে ৫ দিনেই সেরে যায়। শিশুকে জম্মের পর থেকে সবগুলো টিকা সময় মতো দেওযার পরামর্শ দেন ডঃ কামরুল। টিকার পাশাপাশি ভিটামিন ও ক্যাপসুল খওয়ানোর বিষয়েও তাগিত দেন তিনি। তিনি বলেন, সবগুলো টিকা নিয়মিত দিলে শিশু বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ সর্দি , কাশিতে অবহেলা না করারও পরামর্শ দেন তিনি। শীতের মধ্যে আগুনে জ্বেলে তাপ নেওয়ার সময় প্রতিবছর বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং তেে এনক শিশু মারাত্বক আহত হয়, সবাইকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

বলিউডে বহিরাগত হয়েও ওরা সফল

শুভঙ্কর দাস

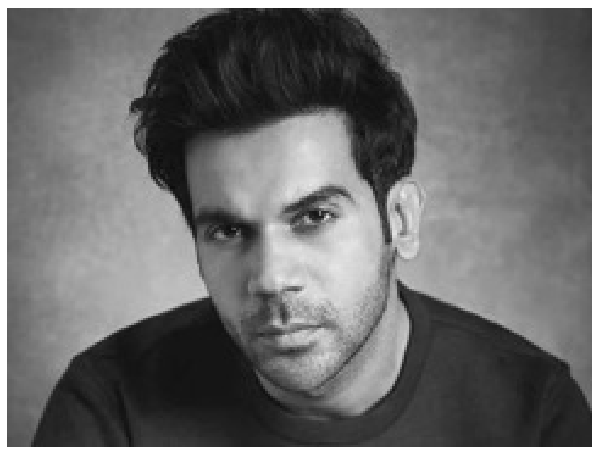

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে চারিদিকে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। আর সেই ধারণাটি হল বলিউড মাত্রেই স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের আধিক্য। ধারণা যে পুরোপুরি বিভ্রান্তিমূলক তা প্রমাণ করে দিয়েছে বর্তমান সময়ে বলিউডের তিন অভিনেতা। তারা হলেন রাজকুমার রাও, আয়ুষ্মান খুরানা এবং ভিকি কৌশল। এই তিন অভিনেতাই চিরাচরিত বলিউডি ঘরানার অভিনয় শৈলীর ঊর্ধে উঠে ভিন্নধারার ছবি ও অভিনয় দর্শকদের উপহার দিয়ে চলেছে। এদের কারো বাবা, মা, কাকু, জেঠু বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য বলিউডের অংশ নন। ফলে এখানে স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের ধারণাটা মেলে না। এই তিন অভিনেতাই নিজেদের প্রতিভায় ভাস্কর। ৭০ এমএমের রুপোলি পর্দায় এদের অভিনয় যখন ফুটে ওঠে তখন এক অন্য ভারতের গল্প আমরা দেখতে পাই। যে ভারত ঘাম, রক্ত, দৈনন্দিন সংঘাত ও সংগ্রাম দিয়ে গড়া। ছোট শহর থেকে উঠে বড় শহরে আসার অনিশ্চয়তা। বাঁচা আর ভালোবাসার মধ্যে তীব্র দোলাচলের কথা বলে চলে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে কাই পো ছে ছবিতে অভিনয় করে বলিউডের সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন রাজকুমার রাও। তারপর একে একে অভিনয় করেছেন একেবারে ভিন্ন ধারার ছবিগুলিতে। এর মধ্যে রয়েছে নিউটন, সিটি লাইটস, বরেলি কি বরফি, স্ত্রী, জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, মেড ইন চায়না সহ একাধিক ছবিতে। তার অভিনয়ের মধ্যে এক ছিমছাম সাধারণ ভারতীয় যুবককে আমরা বারেবারে লক্ষ্য করেছি। কখনো রুটি রুজির সন্ধানে ছোট শহর বা গ্রাম থেকে বড় শহরে আসা তো কখনো মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় ভোটাধিকারিক হিসেবে ছুটে-যাওয়া। তার ছবিতে সে কখনো ঘুমের মধ্যে সুইজারল্যান্ড বা পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশে নায়িকার সঙ্গে নাচ করেনি। তবুও তার অভিনয়কে, তার সৃষ্টিশীলতাকে দেশবাসী কুর্নিশ জানিয়েছে।

টেলিভিশনের জনপ্রিয় চ্যানেল এমটিভি- তে রোডিস নামে একটি রিয়েলিটি শো দিয়ে শুরু আয়ুষ্মান খুরানা। পরবর্তী সময় দীর্ঘদিন ওই চ্যানেলে ভিডিও জকির কাজ করা। তারপর একে একে ধাপ পেরিয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ। সুজিত সরকারের ভিকি ডোনার ছবি দিয়ে সাড়া জাগিয়েছিল আয়ুষ্মান। তারপর অভিনয় করেছেন দম লাগাকে হেইসা, অন্ধাধুন, বরেলি কি বরফি, বালা, আর্টিকেল ১৫ মতো ছবিতে। সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অভিনয় করা তার গুলাবো সিতাবো ছবিটি নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে। তার ছবিতে সে কখনো সংবিধান রক্ষা ও সমানাধিকারের জন্য লড়াই করে যাওয়া পুলিশ আধিকারিক তো কখনো মাথায় চুল না থাকা এক যুবক। প্রতিটা ছবিতেই তার অভিনয়ের ভিন্নতা মানুষের মনে দাগ কেটে রেখে গিয়েছে।

সঞ্জু ছবিতে রণবীর কাপুরের বিপরীতে অভিনয় করে সাড়া জাগিয়েছিলেন ভিকি কৌশল। তারপরে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তার উরি দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছবি আসমুদ্রহিমাচল দেশবাসীর মন কেড়ে নিয়েছিল।

এরা তিনজনেই শুধুমাত্র নিজেদের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে এবং চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এক আশ্চর্য রসায়ন গড়ে তুলেছিল। তাদের এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। মনে রাখতে হবে এদের মতন রণবীর সিংহ বহিরাগত। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তার পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বাজিরাও মাস্তানি থেকে শুরু করে পদ্মাবতী পর্যন্ত তার অভিনয় সকল দর্শকের হৃদয়ের অন্তরকে স্পর্শ করে গিয়েছে।

কমলার খোসায় দিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করতে পারেন

সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে কমলা খুবই পরিচিত। সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতের এই মৌসুমে বাজার ছেয়ে গেছে সুলভ মূল্যের কমলায়। খাওয়ার পাশাপাশি ত্বক ঘটিত সমস্যার সহজ সমাধানে কমলার খোসায় জুড়ি নেই। কিন্তু সঠিক ব্যবহারের অভাবে ত্বকের কাম্য উজ্জ্বলতা পাইনা। আগুন জেনে নেয়া যাক কমলার খোসাকে রূপচর্চার উপযুক্ত উপাদানে পরিণত করার কিছু উপায়। ত্বকের কালো দাগ তুলতে -

এক টেবিল চামচ দই, আধা চামচ মধু, এক চা চামচ কমলার খোসা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানাতে হবে। এই প্যাক ত্বকে লাগিয়ে রেখে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এটি আপনার ত্বকের কালো দাগ দূর করে ত্বক উজ্জ্বল করবে। যাদের ত্বক শুষ্ক তারা এই প্যাকে এক চা চামচ অলিভ অয়েল বা নারিকেলের তেল যোগ করতে পারেন।

ব্ল্যাকহেডস দূর করতে - দুই চা চামচ দই এবং এক চা চামচ কমলার খোসার গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট করে আপনার ত্বকের ব্ল্যাকহেডস আক্রান্ত জায়গায় লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ করুণ। ১৫ মিনিট পর হালকা ম্যাসাজ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩ থেকে ৪ দিনেই ব্ল্যাকহেডস কমে যাবে। ত্বকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি -কমলার খোসা বাটা ১ টেবিল চামচ, আধা টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, আধা টেবিল চামচ মধু নিয়ে পেস্ট বানাতে হবে। মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে হালকা গরম জল দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করুণ। তারপর উষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাবেন ক্লান্তিহীন উজ্জ্বল ত্বক।

রিবন্ডিং চুল

নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের অন্যতম উপাদান সুন্দর চুল। আজকাল ফ্যাশণ সচেতন তরুণীরা চুল রিবন্ডিং করছেন। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন বিবন্ডিং কবার পর চুল ভেঙে যাচ্ছে রুক্ষ পড়ে যাচ্ছে। আসলে এটা ন্ডহচ্ছে সঠিক যত্ন না নেওয়ার জন্য। সবারই চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে রিবন্ডিং করা চুলের চাই বাড়তি যত্ন। যারা চুল বিরন্ডিং করে বিভিন্ন সমস্যার রয়েছেন জেনে নিন কীভাবে চুলের যত্ন নেবেন। সপ্তাহে ২ দিন রাতে নারিকেসল ন্তেলা বা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে চুলে ম্যাসাজ করুন রিছুক্ষণ চুল আঁচড়ে নিন, এতে রক্ত সাঞ্চালন বাড়বে। শ্যাম্পু করার আগে ১ টি ডিম, ১ চা চামচ ক্যাস্টরক অয়েল, ১ চাতালুতে লাগান। একঘন্টা পর শ্যাম্পু করুন। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ভাদা ঘন্টা চুল প্যাচিয়ে রেখে শ্যাম্পু করুন। চুলের রুক্ষভাব কমবে বিরন্ডিং করা চুল খুলে রাখা হয় বলে দ্রুত ময়লা জমে। সপ্তাহে অন্তত তিনবার শ্যাম্পু করুন সাধারণ করার পর অবশ্যই কন্ডিয়নার ব্যবহার করতে হবে। চুলের উজ্জ্বতা বাড়াতে শ্যাম্পু করার পর এক মগ জলে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে সেই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত যত্ন নিলে চু হবে আর্য্য সিল্কি এবং কাংঙ্খিত সুন্দর। তালুতে লাগান। একঘন্টা পর শ্যাম্পু করুন। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ভাদা ঘন্টা চুল প্যাচিয়ে রেখে শ্যাম্পু করুন। চুলের রুক্ষভাব কমবে বিরন্ডিং করা চুল খুলে রাখা হয় বলে দ্রুত ময়লা জমে। সপ্তাহে অন্তত তিনবার শ্যাম্পু করুন সাধারণ করার পর অবশ্যই কন্ডিয়নার ব্যবহার করতে হবে। চুলের উজ্জ্বতা বাড়াতে শ্যাম্পু করার পর এক মগ জলে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে সেই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত যত্ন নিলে চু হবে আর্য্য সিল্কি এবং কাংঙ্খিত সুন্দর। চামচ লেবুর রস এবং সংপরিমাণ মধু দিয়ে প্যাক তৈরী করে মাথায়

বুধবার বিজেপির উদ্যোগে রাজধানীতে একটি বাইক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ক্রমেই শক্তি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড় নিভার-এর, প্রস্তুত ভারতীয় সেনা

চেন্নাই, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ''নিভার''। 'অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের' রূপ নিয়ে মমল্লপুরম এবং কারাইকলের মাঝে বুধবার মধ্যরাতে অথবা বৃহস্পতিবার ভোররাতে আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ''নিভার''-এর। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিজি মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ''ক্রমেই শক্তি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড় নিভার-এর। প্রভাবে ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, গাছ উপড়ে ফেলতে পারে, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কলার বাগান। প্রবল হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টিও হবে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে পুদুচেরি এবং কারাইকলে।

ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে উভয় রাজ্যের সরকার এবং বেসামরিক প্রশাসনকে স্যাপ্টার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনা। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টি চলতে থাকে বুধবারও। জল জমে যায় চেন্নাইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে। তামিলনাড়ুর চেন্নাই, কাঞ্চিপুরম এবং চিঙ্গলপেটে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকার পথপ্রদর্শককে হারালো, আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ উদ্ধব ঠাকরের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে। মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকার তাঁর পথপ্রদর্শককে আজ হারালো। আহমেদ প্যাটেলের জন্যই মহাবিকাশ আঘাড়ি নিজের অস্তিত্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল। মূলত তাঁর জন্যই তিনটে রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার গড়তে পেরেছিল বলে মনে করেন উদ্ধব ঠাকরে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বালাসাহেব থোরাট নিজের শোকবার্তায় জানিয়েছেন কংগ্রেস একজন অভিজ্ঞ নেতাকে হারালো। আহমেদ প্যাটেল একজন অভিজ্ঞ, নিষ্ঠাবান ও কংগ্রেসের প্রতি সমর্পিত নেতা ছিলেন। সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি দলের ত্রাতা হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দলের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা দুটোই ছিল তাঁর।

লাভ জিহাদ থেকে নজর ঘোরাতে মরিয়া ওয়েইসি, দাবি বিজেপি নেতার

হায়দরাবাদ, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): লাভ জিহাদ প্রসঙ্গে এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন তেলেঙ্গানার বিজেপি নেতা এনভি সুভাষ। লাভ জিহাদ থেকে জনগণের নজর অন্যত্র ঘোরাতে তৎপর ওয়েইসি বলে দাবি করেছেন তিনি। বুধবার এনভি সুভাষ দাবি করেছেন লাভ জিহাদকে ভিন্ন রঙ দিতে মরিয়া ওয়েইসি। লাভ জিহাদকে নির্বাচনী বিষয়ে তৈরি করে আদতে ফায়দা তুলতে চাইছে ওয়েইসি। লাভ জিহাদের আড়ালে ধর্মান্তকরণের ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হবে। ওয়েইসির বোঝা উচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশ সাফল্যের সঙ্গে করোনাকে মোকাবিলা করেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের মৃত্যুর হার কম। লাভ জিহাদকে নির্বাচনী হাতিয়ার করে নাটক করে ভোট নিজের দিকে আদায় করতে চাইছেন ওয়েইসি। বিহার নির্বাচন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি ওয়েইসি দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থান নিয়ে সমস্যার সমাধান না করতে পেরে লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করছে।

ক্ষমতায় এলে মুসলমানদের দিকে কাউকে ট্যারা চোখে তাকাতে দেবো না : দিলীপ ঘোষ

সিউড়ি , ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপি কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল, বিরোধীদের এই অভিযোগকে নস্যাৎ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার সিউড়িতে এসে তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা বিজেপি নামে মিথ্যা কথা বলে সংখ্যালঘুদের ভয় দেখাচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য যে সকল জায়গায় বিজেপি সরকারে আছে সেই সকল জায়গায় মুসলমানরা সবথেকে বেশি সুরক্ষিত।"

দিলীপ ঘোষ এদিন সভায় বক্তব্য রাখার সময় বলেন, "সংখ্যালঘু বন্ধুরা আজ বিজেপিতে আসছেন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে আপনারা সব থেকে বেশি সুরক্ষিত থাকবেন, সম্মানের সাথে থাকবেন, কেউ আপনাদের দিকে ট্যারা চোখে তাকাতে পারবেনা। বলা হচ্ছে গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে মুসলমানদের মেরে দেওয়া হচ্ছে। আজ বাংলার মুসলমান ঘরের ছেলেরা গুজরাট আর মধ্যপ্রদেশে চাকরি করতে যায়। নিশ্চিন্তে আছে। আর পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের সবথেকে নিপীড়িত। খাবার নেই, দাবার নেই, ব্যবসা নেই, অপরাধ করতে বাধ্য হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আজ কাশ্মীর পর্যন্ত শান্ত হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় শান্তি নেই। লুটপাট, অশান্ত পরিবেশ লেগেই রয়েছে। আর এটা আমরা বন্ধ করতে চাই। বীরভূমে আমাদের এগারোটার মধ্যে এগারোটা সিট চাই। যে নেতারা আজ ফুটানি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের গামছা পরিয়ে ঘুরাবো।"

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিউড়ির বিক্ষোভ সভায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মুখ থেকে এমন সংখ্যালঘু প্রীতির মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাদের মন্তব্য, বীরভূম তথা বাংলায় বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে। আর এই ভোটের অংশই এবার নিজেদের দিকে টানা বিজেপির লক্ষ্য।

বিহারের স্পিকার নির্বাচিত বিজয় সিনহা, বিধানসভায় হাঙ্গামা আরজেডি-র

পাটনা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিহার বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হলেন বিজেপি বিধায়ক বিজয় কুমার সিনহা। এনডিএ প্রার্থী বিজয় কুমার সিনহা ১২৬টি ভোট পেয়েছেন, মহাজোটের প্রার্থী অবধ বিহারী চৌধুরী পেয়েছেন ১১৪টি ভোট। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিহার বিধানসভার স্পিকার নির্বাচিত হলেন বিজেপি বিধায়ক বিজয় কুমার সিনহা। বুধবার সকালে শুরু হয় পাঁচ-দিন ব্যাপী বিহার বিধানসভার অধিবেশন। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই, বিধান পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতি কারণ দেখিয়ে স্পিকার পদের নির্বাচনে ধ্বনি ভোটের বিরোধিতা করে হাঙ্গামা শুরু করেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর বিধায়করা। আরজেডি বিধায়ক তেজস্বী যাদব বলেন, ''স্পিকার পদের নির্বাচনের সময় নিয়ম অবশ্যই মানতে হবে।''

প্রোটেম স্পিকার জিতেনরাম মাঁঝিকে রুল বুক দেখান আরজেডি বিধায়করা। মাঁঝি তখন বলেন, ''যাঁরা অন্য কক্ষের সদস্য তাঁরা স্পিকার পদের জন্য ভোট দিচ্ছেন না। তাই তাঁদের উপস্থিতিতে কোনও সমস্যা নেই।'' মাঁঝি আরও বলেন, ''লালু প্রসাদজি যখন লোকসভার সদস্য ছিলেন এবং রাবড়ি দেবী মুখ্যমন্ত্রী...আমরা তখন লালুজিকেও উপস্থিত থাকতে দেখেছি। গোপনে কোনও ভোটিং হবে না।'' প্রসঙ্গত, বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং মন্ত্রী অশোক চৌধুরী। তাঁদের উপস্থিতিতেই আপত্তি ছিল আরজেডি-র।

অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করছে টিআরএস : স্মৃতি ইরানি

হায়দরাবাদ, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকায় সংযুক্তিকরণ-এর জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে টিআরএস এবং এআইএমআইএম বলে বুধবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র, নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

সামনে হায়দরাবাদে পৌরসভা নির্বাচন, তার আগে এদিন রাজ্যে এসে স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনা জওয়ানরা সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে। কিন্তু হায়দরাবাদের মতো ঐতিহাসিক শহরে টি আর এস ও এআইএমআইএম অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকায় সংযুক্তিকরণ-এর জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। জনগণের সামনে এর জবাবদিহি তাদের করতে হবে। এই মহান দেশের অধিবাসী যারা তাদের কল্যাণের জন্য করদাতাদের অর্থ সঠিক ভাবে যাতে খরচ হয় সেইজন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বিজেপি। প্রতিটি নাগরিক, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক পরিষেবার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

লাভ জিহাদ প্রসঙ্গে সতর্ক মন্তব্য করেন স্মৃতি ইরানি। তার কথায়, কোনও মেয়ে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতারিত ও তার ওপর অত্যাচার হলে সেটা নিরাময় করার দায়িত্ব রাজ্য প্রশাসনের। গোটা বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা উচিত।

সেনার নয়া ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ হরপাল সিং, বিআরও ডিজি হচ্ছেন রাজীব চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ নিযুক্ত হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিং। বর্তমানে তিনি ডিরেক্টর-জেনারেল অফ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন। সম্ভবত ১ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিং। অন্যদিকে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপাল সিং-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে মেজর জেনারেল রাজীব চৌধুরীকে। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন-এর নতুন ডিরেক্টর-জেনারেল হচ্ছেন মেজর জেনারেল রাজীব চৌধুরী। উল্লেখ্য, চিন ও পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর সড়ক নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান দায়িত্ব বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন-এর।

পাথারকান্দিতে তিনদিন বন্ধ থাকবে পানীয়জল সরবরাহ

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী তিনদিন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের অধীন দুই নম্বর সংমগুলের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট পানীয় জল প্রকল্পের পরিচালন সমিতির সম্পাদক বিষ্ণু সাহা এই খবর দিয়েছেন।

সম্পাদক বিষ্ণু সাহা জানান, হঠাৎ করে দুই নম্বর সংমগুলের পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের সংস্কার কাজে হাত দেওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পানীয় জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। গ্রাহকদের পুনরায় সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাথারকান্দির পুরাতন কালীবাড়ি রোডের অবস্থিত এই প্রকল্পে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বর্তমানে কাজ চলছে। প্রকল্প পরিচালন সমিতির সম্পাদক বিষ্ণু সাহা জানান, গতকাল বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকায় মাইকযোগে গ্রাহকদের এ সম্পর্কে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য প্রকল্প সমিতি সকলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছে, জানান সম্পাদক বিষ্ণু সাহা।

বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা গাড়ির, মৃত্যু কোচবিহার টিএমসিপি-র জেলা সভাপতির

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কোচবিহারের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) জেলা সভাপতি নরেন দত্ত। গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু''জন। আহতদের নাম সম্রাট বর্মন এবং শুভজিৎ রায়। দু''জনই নরেন দত্তের বন্ধু এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী। বুধবার ভোররাত দু''টো নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার নিশিগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি ছোট গাড়ি করে মাথাভাঙা থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিলেন তাঁরা। ভোররাতে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে তাঁদের গাড়ি। সে সময় গাড়ি চালাচ্ছিলেন নরেন নিজেই। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁরা ৩ জনকে উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখানেই নরেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি দু''জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি নরেন দত্তের অকাল-মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, "নরেন দলের তরুণ নেতা এবং খুব কর্মঠ ছিল। আমরা শোকস্তব্ধ।" জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, "আমরা গভীর শোকাহত। এতে দলের ক্ষতি হল।' শোকে ভেঙে পড়েছেন নাড়েন দত্তের পরিবারের সদস্যরা।

পঞ্জাবে নৈশ কারফিউর ঘোষণা অমরিন্দরের, অমান্য করলেই দ্বিগুন জরিমানা

চণ্ডীগড়, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবে নৈশ কারফিউর ঘোষণা করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। পঞ্জাবের সমস্ত শহরে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে লাগু হবে নৈশ কারফিউ। ১ ডিসেম্বর থেকে রাত দশটা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ। যদি কেউ তা অমান্য করেন অথবা অনভিপ্রেত আচরণ দেখান, মাস্ক না পরেন, সামাজিক দূরত্ব যদি না মানেন, তাহলে দ্বিগুন জরিমানা করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। নৈশ কারফিউ নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে ১৫ ডিসেম্বর। অর্থাৎ ১ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্জাবে লাগু থাকছে নৈশ কারফিউ।

পঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১ ডিসেম্বরের পর থেকে রাত ৯.৩০ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বিবাহ স্থান বন্ধ করে দিতে হবে। রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে, ফলে পঞ্জাবেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই নৈশ কারফিউ লাগু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্জাব সরকার। করোনা-সংক্রান্ত উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে পর বুধবার পঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনা-সম্পর্কিত বিধিনিষেধ না মানলে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

দিলীপ ঘোষের সভায় যাওয়ার পথেই গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী

নানুর, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার দিলীপ ঘোষের সভায় যাওয়ার পথেই গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী।অভিযুক্ত তৃণমূল। ঘটনার রণক্ষেত্র বীরভূমের নানুরের শিমূলিয়া গ্রাম। বোমাবাজি, গাড়ি ভাঙচুর, আক্রান্ত একাধিক বিজেপি কর্মী। যদিও তৃণমূলের পাল্ট দাবি ঘটনাই বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারনে ঘটেছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বুধবার সিউড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের জনসভায় যোগ দিতে আসছিল নানুরের বিভিন্ন এলাকার বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অভিযোগ সেই সময় বোলপুর থানার শিমূলিয়া মোড়ের কাছে তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে থেকেই বিজেপি কর্মীদের বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন। প্রথমে গাড়ি আটকে শুরু করে ব্যাপক বোমাবাজি।গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলে ব্যাপক গাড়ি ভাঙচুর। বিজেপি কর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে রুখে দাঁড়াতেই শুরু হয় গুলি। প্রাণ ভয়ে বিজেপির মহিলা সমর্থকরা মাঠে মাঠে ছুটতে থাকে। ততক্ষণে আরও বিজেপিকর্মীদের অন্য গাড়ি পৌছাতেই পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিজেপি। চলে দুপক্ষের ব্যপক বোমাবাজি।বিজেপিকে রুখতে তৃণমূলের মাসকট বাহিনী গুলিও চালাতে থাকে। গুলিবিদ্ধ হয় যশপুর গ্রামের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী অভিক মণ্ডল। তার বুকের ডান দিকে গুলি লাগে। তাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওখানেই ভাঙচুর করা হয় বিজেপি কর্মীদের বাইক, গাড়ি।বিজেপি সমর্থক চানু দাস, কল্যানী মাল বলেন, ' আমরা গাড়িতে করে দিলীপ ঘোষের সভায় যাওয়ার সময় শিমূলিয়া মোড়ে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা বোমাবাজি শুরু করে। আচমকা গুলি চালাতে শুরু করে। প্রাণ বাঁচাতে মাঠে মাঠে দৌড়াতে থাকি।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে প্রথমে গ্রামে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয়। ক্ষিপ্ত বিজেপি কর্মীরা পুলিশের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স গ্রামে ঢোকে।গ্রামের রাস্তায় বোমার সুতলি ও গুলির খোলা পরে রয়েছে। প্রতিরোধ গড়তে হাতে তীর ধনুক নিয়ে জোটবদ্ধ হয় বিজেপি কর্মীরা। পুলিশও বাঁশ হাতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায়।

এদিন সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠের সভায় বক্তব্যের শুরুতেই বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আজ যেখানে আমাদের কর্মীদের মেরেছে আগামী দিনে আমরা ওখানেই সভা করব। ৫০ হাজার লোক নিয়ে। আগে অনেক জায়গায় আটকাতো আজ এক জায়গায় আটকেছে। আমাদের লোকরাও পাল্টা দিয়েছে। আমি আপনাদের বলছি খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরবেন না, বাঁশ কেটে নিয়ে আসবেন। যে মারতে আসবে সে যেন পিঠে দাগ নিয়ে বাড়ি যায়। যে হাত তুলবে সে যেন সেই হাত দিয়ে ভাত খেতে না পারে। বিজেপি কর্মীরা মার খেতে আসেনি। পশ্চিমবঙ্গে ১২০ জন কর্মী আমাদের খুন হয়েছে। এবার পাল্টা হবে।'

এব্যাপারে তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমাদের কেউ অশান্তি করেনি। এখানে বিজেপির কোন অস্তিত্ব নেই। কাউকে হাইলাইট করার জন্য, আমি কোন বক্তব্য দেব না।ঠিক সময়ে উত্তর পেয়ে যাবে।' এদিনের সভা থেকে বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খান বলেন,' পরিস্কার ভাবে অনুব্রত

আপনাকে একটা কথা বলে দিতে চাই, আপনি যে অত্যাচার আজও করলেন, বোলপুরের শিমুলিয়াতে আমাদের কর্মীদের ওপর যেভাবে গুলি চালিয়েছেন ছয়মাস পরে আপনাকে বোলপুরের রাস্তায় প্যান্ট জামা খুলে দৌড়ানো করাবো। আমরা নাম লিখে রাখছি। কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেবো। যেসব পুলিশ আধিকারিকরা দাদাগিরি করছেন তাদের দাদাগিরি ছাড়িয়ে দেবো।'

হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

রামপরুহাটে ভবঘুরেদের জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর

রামপুরহাট, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বীরভূমের রামপুরহাটে ভবঘুরেদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবঘুরেদের জন্য মাথার উপর ছাদ ও নিত্যদিন খাবার ব্যবস্থার প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই থাকার জায়গার ইংরেজি নাম 'সেন্টার ফর আরবান হোমলেস'। এই প্রকল্পটিতে তিনতলা বাড়ি তৈরি হবে যাতে ৫০ টি বেড থাকবে। রামপুরহাট পৌর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ভবঘুরেরা রাত্রি বাস করে। কেউ খোলা আকাশের নিচে, কেউ বাস স্ট্যান্ডে, আবার কেউ রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে রাত কাটায়। এবার তাঁরা মাথার উপরে ছাদ ও দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবেন।

এ প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ১ কোটি ৪৪ লাখ ৮১ হাজার ১৭০ টাকা। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই গৃহনির্মাণের সূচনা করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়দেব মণ্ডল, রামপুরহাট পৌরসভার সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ডালটন চ্যাটার্জী, প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং ভাইস চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত সহ রামপুরহাট পৌরসভার কর্মী বৃন্দ এবং এলাকার বিভিন্ন মানুষজন।

কৃষি মন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও রামপুরহাটে বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছেন। এখন এলাকার ভবঘুরেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে বিনা পয়সায় মিলবে খাবার এবং রাতে থাকার ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে সর্ব মোট ৫০ জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগামী ৯ মাসের মধ্যে এই গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তারপরেই এই ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হবে।

সিউড়ির দিলীপ ঘোষের সভায় যাওয়ার পথে আক্রান্ত বিজেপি সমর্থকরা, গ্রাম জুড়ে চলে ব্যপক বোমাবাজি

বোলপুর, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার বীরভূমের সিউড়িতে বিজেপি-র সভায় যাওয়ার পথে ওই দলের সমর্থকরা আক্রান্ত হন। অভিযোগ, আক্রমণকারীরা তৃণমূল সমর্থক। তারা গুলিও চালায়। এই ঘটনায় নানুরের বাহিরী পঞ্চায়েতের শিমূলিয়া গ্রামে গুলি বোমাবাজি গ্রাম জুড়ে চলে ব্যপক বোমাবাজি, গুলি। গুলিবিদ্ধ হয় এক বিজেপি কর্মী। ভাঙচুর করা হয় বাইক, গাড়ি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে বাঁধা।

এদিন সিউড়িতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় বোলপুর থানার শিমূলিয়া মোড়ের কাছে বিজেপি কর্মীদের বাধা দেয় তৃণমূলের লোকজন বলে অভিযোগ। পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিজেপি। চলে দুপক্ষের ব্যপক বোমাবাজি। গুলিও চলে। গুলিবিদ্ধ হয় এক বিজেপি কর্মী। অভিক মণ্ডল। তাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ভাঙচুর করা হয় বিজেপি কর্মীদের বাইক, গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশকে প্রথমে গ্রামে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স গ্রামে ঢোকে। গ্রামের রাস্তায় বোমার সুতলি ও গুলির খোলা পরে রয়েছে। প্রতিরোধ গড়তে হাতে তীর ধনুক নিয়ে জোট বদ্ধ হয় বিজেপি কর্মীরা। পুলিশও বাঁশ হাতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকায় রয়েছে ব্যপক উত্তেজনা।

প্রসঙ্গত, বিজেপি যুব মোর্চার ডাকে বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং জেলা প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদিন জনসভায় যোগ দেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতেই সিউড়ি পৌঁছে যান। বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে খেজুর রস খান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়ে দিলেন যে উন্নয়ন করলে দৌড়ে খাটিয়ায় বসতে যেতে হতো না। এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিলীপ ঘোষ একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। সব মিলিয়ে একদিকে দিলীপ ঘোষ অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডল। এদিন দিলীপ ঘোষের জনসভা বৃহস্পতিবার অনুব্রতর মহা মিছিল বীরভূমের সমস্ত শহরে বার্তা দেবেন দুই নেতা।

গ্রাম্য বিবাদের জেরে ইঁটের আঘাতে মৃত্যু বৃদ্ধার

মুরারই,২৫ নভেম্বর (হি. স.) : পুরানো গ্রাম্য বিবাদের জেরে ইঁটের আঘাতে মৃত্যু হলো এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই থানার ডুমুর গ্রামপঞ্চায়েতের মলয়পুর গ্রামে। মৃতার নাম মনিজা বিবি (৬৫)।

জানা গেছে, কাজল শেখ নামে এক যুবক মদ্যপ অবস্থায় কয়েক মাস আগে বচসায় জড়িয়ে পড়ে একই গ্রামের বাসিন্দা মান্নার শেখের পরিবারের সাথে। গ্রাম্য মিমাংসায় তখনকার মতো বিবাদ মিটে গেলেও,ফের গতকাল ঝামেলা বাদে। মৃতার ছেলে আসাদুল সেখ জানান, সামান্য কারণে ফের কাজল সেখ আমার মায়ের উপর চড়াও হয়। আমরা ছেলেরা বাড়িতে ছিলাম না। অভাবী মানুষ। পরের জমিতে ধান কাটতে গেছিলাম। আমার ছোট ছেলে কাজল সেখের ভাগ্নিকে ঢুলি বলেছিল। সেই কথা জানতে পেরে, কাজল সেখ আমার ছোট ছেলেকে মারতে এলে, মা তাকে আঁটকাতে যায়। তখন মাকে ইঁটের আঘাতে মেরে ফেলে কাজল সেখ। ইঁটের আঘাত লাগে মনিজা বিবির বুকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বুকে আঘাত নিয়ে মুরারই প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মনিজা বিবির মৃত্যু হয়।

১৬ বেড়ে ওডিশায় মৃত্যু ১,৬৮৭ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৩,১৬,০০১

ভুবনেশ্বর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): ওডিশায় করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭৩০ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৬,০০১। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৬ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৮৭। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওডিশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,০৭,৩৭৪ জন।

বুধবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭৩০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৬,০০১। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৮৮৭ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,০৭,৩৭৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৬৮৭-এ পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার ধর্মঘট সফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বামেরা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাজ্যের অসংখ্য জায়গায় রাস্তা ও রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করেছে ধর্মঘট আহ্বানকারী সংগঠনগুলি। ধর্মঘটের সমর্থনে বুধবার বারাসত, বসিরহাট সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা মিছিল বের করেন।

সিটু-র রাজ্য সভাপতি অনাদি সাহু, আইএনটিইউসির কামরুজ্জামান কামার-সহ ১০টি বাম ও ডানপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং বেশ কিছু কর্মচারী ফেডারেশনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ একমঞ্চে বসে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দেশের শ্রমিক ও কৃষকসহ তামাম শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। ধর্মঘটের আওতায় রয়েছে সারা দেশ। স্বাধীনতার পর এবার এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট দেখবে দেশের ফ্যাসিবাদী সরকার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এবার প্রয়োজনে প্রতিবাদকে প্রতিরোধে পরিণত করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ছয়ের পাতায়

প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে ৭৫ বছর আগেকার ধর্মঘটের সঙ্গে তুলনা বামেদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবারের প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে ৭৫ বছর বছর আগেকার ধর্মঘটের সঙ্গে তুলনা করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। ধর্মঘটের সমর্থনে এবং কেন্দ্র-বিরোধী প্রচারে তিনি ছাড়াও দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতাম ইয়েচুরি, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ বেশ কিছু টুইট করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিটি বাম দল ও সংগঠন ২৬ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের সমর্থনে যে যার মত প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। প্রতিদিন সূর্যবাবু সেসবের ছবি ও ভিডিও দিয়ে টুইট করছেন। মানে, সেই সব প্রচার আরও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে।

বুধবার তিনি ছবি-সহ টুইটে লিখেছে,"১৯৪৫ এ ট্রাম শ্রমিকদের ৯ দিন টানা ধর্মঘট দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শেষ পর্যায় থেকে অবিচ্ছেদ্য। তার ৭৫ বছর পর আগামী কালকের সাধারণ ধর্মঘট নিছক কয়েক দফা দাবি নিয়ে সীমিত থাকবেনা। কারণ প্রধানমন্ত্রীর ৫ আগষ্টের ভাষণ স্বাধীনতার নামে আমাদের পরাধীন ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।"

কিছু ছবি দিয়ে অপর টুইটে লিখেছেন, "২৬ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের সমর্থনে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পোষ্টার সমূহ।" অন্য টুইটে ছবি-সহ লিখেছেন, "দুর্গাপুরে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি জিই জেনারেল ইলেকট্রিকে গেট সভা। শিল্পের শ্রমিকদের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে আগামীকাল কি হতে চলেছে।" অপর টুইটে সূর্যবাবু লিখেছেন, "লেখক, শিল্পী, কলাকুশলী সহ সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত সবাইকেই দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনে আগামীকাল ২৬ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সামিল হতে আমরা বিনম্র আবেদন জানাই।"

বুদবুদে সহায়ক মন্ঠল্যে ধান কেনা নিয়ে প্রশাসনের বৈঠক

দুর্গাপুর, ২৫ নভেম্বর(হি.স.): চাষীদের সহায়ক মুল্যে ধান বিক্রি ও সুষ্ঠভাবে চালকল গুলি প্রক্রিয়াকরনের লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করল পুর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদে জেলার রাইসমিল সংগঠন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে গলসির গলিগ্রামে সহায়কমুল্যে ধান নেওয়ার দাবীতে একটি রাইসমিলের রাস্তা কেটে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার চাষীরা। তাদের দাবী,' এলাকায় তিনটি রাইসমিল। ওইসব মিলের দুষনের শিকার হতে হয় আমাদের। অথচ আমাদের ধান কিনতে টালবাহানা করছে। এলাকার রাইসমিলগুলিকে সহায়ক মুল্যে ধান নিতে হবে।' বুধবার বুদবুদের একটি অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠকটি হয়।উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, সভাধিপতি, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষগন। পুর্ব বর্ধমান অতিরিক্ত জেলাশাসক(খাদ্য) অরিন্দম নিয়োগী জানান,' ধান এখন কাটা শুরু হয়েছে। চাষীরা সুষ্ঠভাবে সহায়ক মুল্যে যাতে ধান দিতে পারে। এবং রাইসমিলগুলি সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরন করতে পারে সেসব নিয়ে আলোচনা ছিল। এবারে ধানের সহায়ক মুল্য কুইন্টাল প্রতি ১৮৬৮ টাকা ধার্য হয়েছে।' পুর্ব বর্ধমান রাইস মিল অ্যাসোশিয়েসনের পক্ষে আব্দুল মালেক জানান,' সরকারি নির্দেশিকা মেনে ধান নেওয়া হবে। ধানের আগড়া, খাদ, ময়েশ্চার পরিমাপে সঠিক নজরদারি যাতে হয়, তার আবেদন এদিন মিটিংয়ে জানিয়েছি। মিলে অশান্তি যাতে না হয়, সেবিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছি।' পুর্ব বর্ধমান জেলা সভাধিপতি শম্পা ধারা জানান,' শস্যগোলা পুর্ব বর্ধমান। সহায়ক মুল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সুষ্ঠভাবে যাতে সেই কাজ হয়। তরজন্য বৈঠক। গত বছর জেলায় সহায়ক মুল্যে ধান কেনার টার্গেট ছিল ৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

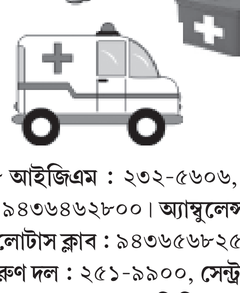

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুক্রবার রাজ্যের সব জেলাশাসকদের নিয়ে সশরীরে বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর(হি. স.) : বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। তাই এই পরিস্থিতিতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে চায়না নির্বাচন কমিশন। আগামী শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন নির্বাচনী সচিব। বাচন কমিশনের সিইও ছাড়াও দফতরের আধিকারিকরা থাকবেন ওই বৈঠকে। শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে শুরু হবে বৈঠক।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট কর্মী, নিরাপত্তাব্যবস্থা, পরিবহন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে। ইভিএম মেশিন নিয়েও আলোচনা হবে বৈঠকে বলেও জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনের সময় কোন এলাকায় কি ধরনের ঝামেলা হয়েছিল সেই সমস্ত বিষয়কে নজরে রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা নিয়ে আলোচনা হতে পারে শুক্রবার এর বৈঠকে।

ইতিমধ্যে বহুবার ভার্চুয়াল ভাবে গ্রাহকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নির্বাচন কমিশন আধিকারিক রা। তবে এবার সশরীরে বৈঠকে বসতে চলেছেন তারা। ভোটের আগে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও বর্তমান করণা পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোট পাওয়া সম্ভব সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন এই দিনের বৈঠকে আলোচিত হতে পারে। করণা পরিস্থিতিতে কোনভাবেই সময় নষ্ট না করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করানোর আগে একবার আঁটোসাঁটো বৈঠক করে নিতে চাইছে কমিশন। শুক্রবারের বৈঠকের পর নির্বাচনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কি ব্যবস্থা গৃহীত হয় সেটাই এখন দেখার। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

ঝাড়গ্রামে দশ হাজার জনকে দেওয়া হবে করোনা ভ্যাকসিন, সিদ্ধান্ত টাস্ক ফোর্সের মিটিংয়ে

ঝাড়্গাম, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার প্রথম বার টাস্ক ফোর্সের মিটিং হয়ে গেল ঝাড়গ্রামে। মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয়েছে করোনা ভ্যাকসিন ঝাড়গ্রাম জেলায় দশ হাজার জনকে দেওয়া হবে।তার জন্য ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রামে ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে।

জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত তেমন দশ হাজার জনকে প্রথম ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে যারা স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত তারই পাবেন এই ভ্যাকসিন।জানুয়ারি মাসের শেষে বা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে রাজ্যের পক্ষ থেকে ভ্যাকসিন ঝাড়গ্রামে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।এদিন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকের কক্ষে টাস্ক ফোর্সের প্রথম বৈঠকটি হয়।উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক টাস্ক ফোর্সের চেয়ার পার্সেন আয়েষা রানী, ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর, ঝাড়গ্রামের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা সহ স্কুল দফতরের প্রতিনিধি, পুরসভার প্রতিনিধি সহ প্রমুখ।

ঝাড়গ্রাম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন ' জেলায় সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত এমন দশ হাজার জনকে করেনা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।তার জন্য ডাটা তৈরি রয়েছে।আশা করা যাচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে বা মার্চের প্রথমে ভ্যাকসিন চলে আসবে।

সমকাজে সমবেতনের দাবীতে দুর্গাপুরে শ্রম দফতরে ডেপুটেশন বিএমএসের

দুর্গাপুর, ২৫ নভেম্বর(হি.স.): বামেদের ধর্মঘটের আগে বাংলায় সমকাজে সম বেতনের দাবীতে সরব হল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ(বিএমএস)। এছাড়াও আরও ৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে বুধবার দুর্গাপুর আঞ্চলিক শ্রম দফতরে ডেপুটেশন দিল বিএমএস।

এদিন দুর্গাপুর গান্ধমোড় থেকে বিএমএসের কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে সিটিসেন্টারে এডিডিএ বিল্ডিংয়ের সামনে বিক্ষোভ সভা করে। সেখানে কাঁকসা শিল্পতালুকের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের ২০০ জন বিএমএসে যোগ দেয়। তারপর সংগঠনের পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবীর স্মারকলিপি জমা দেয় দুর্গাপুর শ্রম দফতরে। তাদের দাবী,' সমস্ত ঠিকাশ্রমিকদের সরকারি নির্ধারিত নুন্যতম মজুরি দিতে হবে। ঠিকাশ্রমিকদের পিএফ, ইএসআই দিতে হবে। ফ্যাক্টরী আইন মেতাবেক ঠিকাশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যাবস্থা করতে হবে। বিএমএসের সাংগঠনিক আসানসোল জেলার সম্পাদক অসীম পরামানিক জানান,' ৮ দফা দাবী জানিয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপুর্ন সমকাজে সমবেতন লাগু করা। এবং শ্রম আইন কার্যকর করা। অবিলম্বে দাবী না মানলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।' এদিন উপস্থিত ছিলেন, বিএমএসের রাজ্য সম্পাদক জয়নাথ চৌবে, সংগঠনের আসানসোলের পর্যবেক্ষক শিবনাথ মাহাত।

প্রচার

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহরে মিছিল সংগঘটিত করেছে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সংগঠন। এছাড়া বিজেপির বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্যের সমস্ত জায়গায় বাজারে বাজারে প্রচার করা হয়েছেধর্মঘট প্রতিহত করার জন্য।

তবে বনধ'কে কেন্দ্র করে জনমনে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। কারণ বামপন্থীরা বলছে ধর্মঘট শ্রমজীবী অংশে মানুষের স্বার্থে পালন করতে, আবার রামপন্থীরা বলছে সমস্ত কিছুই খোলা থাকবে। ধর্মঘট না মানার জন্য। এখন দেখার বিষয় আতঙ্কগ্রস্ত জনগণ ২৬ নভেম্বর কোন পথে পরিচালিত হয়।

চৌমুহনী

● প্রথম পাতার পর

করে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।মেড্ডা চৌমুহনীতে যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ এ এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্মেলন

● প্রথম পাতার পর

মেঘালয় ফ্রন্টিয়ারের আইজি হরদীপ সিং এবং অন্য বরিষ্ঠ আধিকারিকগণ।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার জানিয়েছে, অন্তিমবার ২০১৮ সালে ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-বছর ২৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলনের সূচি নির্ধারিত হয়েছে। এই সম্মেলন দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করবে বলে আশাবাদী বিএসএফ। এই সম্মেলনে সীমান্ত অপরাধ, পাচার এবং অসম্পূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আলোচনা করবে।

এদিন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় পৌঁছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ পরিদর্শন করেছেন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বামেরা

পাচের পাতার পর

তৃণমূল বারবার ধর্মঘট করে ক্ষমতায় আসার পর শ্রমজীবীদের আন্দোলনের এই আইনি হাতিয়ারকে শিকেয় তুলেছে। উল্টে গত কয়েক বছরে বারবার তারা ধর্মঘট ভাঙতে পুলিসের পাশাপাশি দলের কর্মীদের রাস্তায় নামিয়েছে। মারধর থেকে গ্রেফতারিকোনও কিছুই বাদ যায়নি। তবে এবার সে-পথে হাঁটলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হতে পারে। তার দায় পুরোপুরি কিন্তু প্রশাসন ও শাসক দলের উপর পড়বে। কারণ, এবার রাজ্যজুড়ে এই ধরনের 'হামলা'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হবে। উল্লেখ্য, এদিকে, ধর্মঘটের সমর্থনে বামেদের মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। যদিও শাসকদলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

জিএমপি

● প্রথম পাতার পর

জনজাতিদের মন জয় করার প্রতিযোগিতা চলছে। সেই প্রতিযোগিতায় এক কদম এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই টিপিএফ আজ এডিসি এলাকায় বনধ ডেকেছে।

জিতেন্দ্রবাবুর কথায়, গত পরশু করবুকে হামলা-হুজ্জতি করেছে টিপিএফ। এক অস্থির পরিবেশ কায়েম হোক, চাইছে তাঁরা। অথচ, মূল বিষয় নিয়ে তাঁরা মোটেও চিন্তিত নন। তাঁর দাবি, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকারের দারুণ সিদ্ধান্ত কার্যকরে ব্যর্থতাকে গুরুত্ব না দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চলছে। এদিন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি নিয়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সংগঠিত আন্দোলনের ফলে দুটি নিরীহ প্রাণ হারানোর বিষয়টি টিপিএফ-এর মতো রাজনৈতিক দল কোনও মূল্য দিতে রাজি নয়। তাঁদের লক্ষ্যই হল, জাতি-জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উদ্দেশ্যে ডাকা টিপিএফ-এর বনধ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে আক্ষেপ করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কথায়, যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা যে সম্প্রদায়েরই হোন, তাঁরা ত্রিপুরার নাগরিক, সেটাই তাঁদের আসল পরিচয়। এই বিষয়টি মানুষের ভাবাবেগ তৈরি করা উচিত। কিন্তু, মূল কারণ ছেড়ে বিভাজনের উদ্দেশ্যে রাজনীতি কাম্য নয়। তিনি বলেন, শ্রীকান্ত দাস এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যু নিয়ে আওয়াজ তোলার বদলে বিষয়টি অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন তিনি।

মহলে

● প্রথম পাতার পর

করার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ প্যাটেলের। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে লোকসভার সাংসদ হন তিনি এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম লোকসভার সাংসদ ছিলেন। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৮৫-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় সচিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আহমেদ প্যাটেল। প্যাটেল কখনওই মন্ত্রী হননি, সর্বদা পিছন থেকে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করে গিয়েছেন।

মৃদুভাষী আহমেদ প্যাটেল বর্তমানে গুজরাট থেকে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। তিনি আট-বারের সাংসদ, রাজ্যসভা থেকে পাঁচবার এবং লোকসভা থেকে তিনবার। বর্তমানে তিনি কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশের রাজনৈতিক মহল। শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

মুঙ্গিয়াকামী, তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া এবং যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে দাঁড়াবে। ওই ট্রেনে একটি তৃতীয় শ্রেণির বাতানুকূল বগি, একটি স্লিপার ক্লাস, একটি চেয়ার কার এবং ১৩টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির বগি থাকবে। এছাড়া দুটি লাগেজ ভ্যানও থাকবে ওই ট্রেনে।

এদিকে, অসমে আরও তিনটি স্বল্প দূরত্বের ট্রেন ১ ডিসেম্বর থেকে চালু হচ্ছে। গুয়াহাটি-ধুবড়ি এক্সপ্রেস স্পেশাল, গুয়াহাটি-লেডু এক্সপ্রেস স্পেশাল এবং গুয়াহাটি-ডেকারগাঁও এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেন ওইদিন থেকে চালু হচ্ছে। গুয়াহাটি-ধুবড়ি এক্সপ্রেস স্পেশাল রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে রওয়ানা দেবে এবং পরেরদিন সকাল ৬-টায় ধুবড়ি পৌঁছবে। অন্যদিকে, ধুবড়ি থেকে ওই ট্রেন সকাল ৭-টায় রওয়ানা দিয়ে বিকেল চারটায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। পথে কামাখ্যা, আজারা, ছয়গাঁও, বামুণিগাঁও, দুধনৈ, গোয়ালপাড়া, জাগিঘোপা, অভয়াপুরি, নিউ বঙাইগাঁও, কোকড়াঝাড়, ফকিরাগ্রাম জংশন, সাপটগ্রাম, টিপকৈ, মংলাঝোরা, বাঁশবাড়ি, মোটেরঝড়, গোলকগঞ্জ এবং গৌরীপুরে দাঁড়াবে। ওই ট্রেনে ১১টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির বগি এবং দুটি লাগেজ ভ্যান থাকবে।

গুয়াহাটি-লিডু এক্সপ্রেস স্পেশাল ১ ডিসেম্বর থেকে সাড়ে এগারটায় রওয়ানা দিয়ে পরেরদিন দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে লিডু পৌঁছবে। অন্যদিকে, লিডু থেকে ৩টা ২৫ মিনিটে রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে গুয়াহাটি পৌঁছবে ওই ট্রেন। পথে জাগিরোড, চাপারমুখ, হোজাই, লঙ্কা, লামডিং, ডিফু, ডিমাপুর, বোকাজান, সরুপথার, বড়পথার, ফারকাটিং, তিতাবর, মরিয়নি, ন-কাছারি, আমগুড়ি, নামতিয়ালি, শিমলুগুড়ি, লাকস্বা, ভজো, সাপেকাতি, যোরহাট, নামরূপ, নাহরকাটিয়া, দুলিয়াজান, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া, মাকুম, ডিগবয় এবং মার্ঘেরিটা স্টেশনে দাঁড়াবে। ওই ট্রেনে একটি দ্বিতীয় শ্রেণি এবং একটি তৃতীয় শ্রেণির বাতানুকূল বগি, চারটি স্লিপার ক্লাস এবং পাঁচটি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা থাকবে। সাথে থাকবে দুটি লাগেজ ভ্যান।

শুভাননবাবু জানিয়েছেন, ডেকারগাঁও-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস স্পেশাল ১ ডিসেম্বর থেকে ভোর সোয়া পাঁচটায় ডেকারগাঁও থেকে রওয়ানা দিয়ে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে গুয়াহাটি পৌঁছবে। অন্যদিকে, গুয়াহাটি থেকে বিকেল সোয়া চারটায় রওয়ানা দিয়ে ওই ট্রেন রাত ১০টায় ডেকারগাঁও পৌঁছবে। পথে রাঙাপাড়া দক্ষিণ, নিউ মিসামারি, ঢেকিয়াজুলি রোড, মাজবাট, রাউতা বাগান, ওদালগুড়ি, হরিশিংগা, টংলা, গোরেশ্বর, রঙ্গিয়া এবং কামাখ্যা স্টেশনে দাঁড়াবে। ওই ট্রেনে ১১টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কামরা এবং সাথে দুটি লাগেজ ভ্যান থাকবে।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। এলাকাজুড়ে বিরাজ করছে থমথমে ভাব।

বনধ-কে ঘিরে বিপাকে পড়েছেন রোগী থেকে শুরু করে যাত্রীসাধারণ। অনেকে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। হতাশ হয়ে তাঁরা ঘরমুখি হচ্ছেন। জনৈক রোগীর পরিবারের সদস্য বলেন, অতীতে অনেক বনধ হয়েছে। কিন্তু, হাসপাতাল যাত্রী, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদিকে বনধ-এর আওতার বাইরে রাখা হতো। কিন্তু, আজ অনেক কাকুতি-মিনুতি করেও কোনও ফল মিলেনি। বনধ সমার্থকরা রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য গাড়ি যেতে দেননি। বাধ্য হয়ে ফিরে যাচ্ছি, হতাশার সুরে বলেন তিনি। এদিন টিপিএফ কর্মীরা অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কও অবরোধ করেছেন। চম্পকনগরে অবস্থিত মাধববাড়ি এবং আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায় টিপিএফ দলের কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন।

টিপিএফ-এর ডাকা বনধ-এ ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং গোমতি জেলায়ও প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে ধলাই জেলা পুরো শুনশান হয়ে পড়েছে। বাজার হাট, দোকানপাট খুলেনি। যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই বনধ-কে ঘিরে সমগ্র ত্রিপুরায় আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হয়েছে। ফলে, পাহাড়ে মানুষজন বাড়িঘর থেকে বের হচ্ছেন না।

প্রকাশ্যে

● প্রথম পাতার পর

করেন, ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কোন অবৈধ কার্যকলাপ হয়নি। যান্ত্রিক ত্রুটি সারাইয়ে ড় সমীর নাগ-কে ডাকা হয়েছিল। কারণ, তাঁর ওই সোনোগ্রাফি মেশিন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রয়েছে।

৩,০০৯ জন

আটের পাতার পর

প্রাণ। বুধবার পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড অপারেশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৮২,৮৯২। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪১,১১৫, তাঁদের মধ্যে ১, ৮৬৭ জন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন।

কার্যকর

● প্রথম পাতার পর

হবে। এদের চিহ্নিত করে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে পাঠাতে হবে। সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আসা ৮০ শতাংশ লোককে ৭২ ঘন্টার মধ্যে চিহ্নিত করতে হবে। কোভিড-১৯-এ সংক্রমিতদের দ্রুত নিভৃতাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের বাড়িতে অথবা অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে নিভৃতাবাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। নিয়মানুসারে চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।আইএলআই ও সারিতে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে নজরদারি চালাতে হবে। এরা যাতে ঠিকমতো স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাফার এলাকায় জ্বর সহ অন্যান্য অসুখের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দলের ব্যবস্থা করতে হবে।

কোভিড-১৯এর জন্য যথাযথ আচরণবিধি যাতে মেনে চলা হয় সে বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে। কন্টেনমেন্ট এলাকায় সবকিছু যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না সংশ্লিষ্ট জেলা, পুলিশ ও পৌরসভাগুলিকে তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরা, ঘন ঘন হাত ধোয়া ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সর্বসাধারণের জন্য বা প্রকাশ্য জায়গায় ও কর্মক্ষেত্রে যারা মাস্ক পরবেন না তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। ভিড় এলাকায় বিশেষ করে বাজার, সাপ্তাহিক হাট ও গণ-পরিবহণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি অনুসারে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে কি না সেটি নিশ্চিত করতে হবে। কোভিড-১৯এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতি-নির্দেশিকা দেশজুড়ে মেনে চলতে হবে। এরজন্য কোভিড সংক্রান্ত যথাযথ আচরণবিধিও মানা প্রয়োজন।

সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলা কন্টেইমেন্ট এলাকার বাইরে সব রকমের কাজকর্ম করা যাবে। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে :-কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশানুসারে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে যাত্রীদের যথাযথ নিয়ম মেনে চলতে হবে। সিনেমা হল ও থিয়েটারগুলিতে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ দর্শক ঢুকতে পারবেন। শুধুমাত্র খেলাধুলার জন্য প্রশিক্ষকদের সুইমিং পুল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে। বাণিজ্যিক কারণে প্রদর্শশালাগুলি ব্যবহার করা যাবে।সামাজিক/ধর্মীয়/খেলাধুলা/ বিনোদন/শিক্ষা/ সংস্কৃতি/ ধর্মীয় জমায়েতের ক্ষেত্রে বদ্ধ জায়গায় ৫০ শতাংশ মানুষ জড়ো হতে পারেন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ জন থাকবেন। মুক্ত জায়গার আয়তন অনুসারে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ মানুষ থাকতে পারবেন। তবে পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন বদ্ধ জায়গায় সর্বোচ্চ ১০০ জনকে ঢোকার অনুমতি দিতে পারেন। সমস্ত তথ্যের জন্য মোট ১৯টি সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে জারি করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এইগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্থানীয় পর্যায়ে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। কোভিড-১৯এর সংক্রমণ আটকাতে রাত্রিকালিন কার্ফু জারি করা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রের পরামর্শ ছাড়া কন্টেনমেন্ট এলাকার বাইরে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি রাজ্য/জেলা/মহকুমা/শহরাঞ্চলে কোনরকমের লকডাউন স্থানীয় পর্যায়ে ঘোষণা করতে পারবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন দপ্তর খোলার বিষয়ে অনুমতি দিতে পারে। যেসব শহরে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের বেশি, সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ওই এলাকায় বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সহ কাজের সময়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য অফিসে কর্মীসংখ্যাও কমানো যেতে পারে। রাজ্যের অভ্যন্তরে ও এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ নেই।

রাজ্যের অভ্যন্তরে ও এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবেনা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্থল বন্দর সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম জারি থাকবে। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে কোনও অনুমতি বা বৈদ্যুতিন অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাঁদের বয়স ৬৫র ওপরে, যাঁরা বিভিন্ন জটিল অসুখে ভুগছেন, গভর্বতী মহিলারা ও যেসব শিশুদের বয়স ১০এর নীচে- এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষরা জরুরি কাজকর্ম ছাড়া এবং স্বাস্থ্য জনিত কারণেই শুধু বাড়ির বাইরে বেরতে পারেন। আরোগ্য সেতু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

তখন ২০টা ১২।

এর পর সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল প্লাবন। কোনও ভিআইপি-র মৃত্যুর পর যা হয়। বিজেপি-র সহ সভাপতি মুকুল রায় থেকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সহ সভাপতি শঙ্কুদেব পন্ডা যেমন টুইটে শোক জানালেন, তেমনই ফেসবুকে অজস্র নেটিজেনের সচিত্র শোকপ্রকাশ। তবে মারাদোনার সঙ্গে ছবি চোখে পড়ল কলকাতার মাত্র দু'তিনজনের।

টুইট করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে মারাদোনার ছবি আর আবেগপূর্ণ বার্তা। ফেসবুকে ম্যাদোনার সঙ্গে একটি ছবিতে মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। আর একটি ছবিতে মারাদোনার সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য ও প্রকাশক দীপ্তাংশু মন্ডল।

কলকাতায় দু'বার এসেছিলেন মারাদোনা। ২০০৮ আর ২০১৭-তে। এত কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ছিলেন যে তাঁর ধারেকাছে যাওয়া রীতিমত দায় হয়ে উঠেছিল। তাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে তুলে রাখা যে অসংখ্য ছবি পোস্ট হয়েছিল ফেসবুকে, সেরকমটা আর হল না। আর, সেটাই স্বাভাবিক।

এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মারাদোনার প্রয়ানে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি ট্যুইট করে বলেছেন, ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার জীবনাবসানে আমি গভীর শোকাহত। '৮৬-র বিশ্বকাপের নায়ক চলে গেলেন হঠাতই। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা তাঁর কোটি কোটি ভক্তকে জানাই সমবেদনা। আমি তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি। যতদিন ফুটবল থাকবে ততদিন থাকবে মারাদোনার সৃজনশীল, দৃষ্টিনন্দন ফুটবল।

ভাংচুর

● প্রথম পাতার পর

অবগত ছিলাম না।

তাঁর কথায়, বনধ সমর্থক-দের অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তারা আমার কোন কথা শুনেনি। এলোপাথাড়ি আক্রমণে গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে। ওই কাঁচ ভেঙে গিয়ে বরপক্ষের অঞ্জন রুদ্র পাল-কে গুরুতর আহত করেছে। তাকে সিধাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বনধ সমর্থক-দের হাত থেকে কোনমতে পালিয়ে সিধাই থানায় ছুটে গিয়েছি।

এদিকে, খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় উত্তর কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা অসুস্থ গৌরাঙ্গ নমঃ দাস-কে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে দেননি বনধ সমর্থক-রা। তিনি জানান, শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, পথে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন এলাকায় বনধ সমর্থক-রা বাধা দিয়েছেন। তাদের অনেক কাকুতি-মিনুতি সত্ত্বেও তারা হাসপাতালে যেতে দেননি। ফলে, বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তিনি প্রচন্ড ক্ষোভের সুরে বলেন, অতীতে অনেক বনধ হয়েছে। কিন্তু, হাসপাতাল যাত্রী, এম্বুলেন্স ইত্যাদি-কে বনধের আওতার বাইরে রাখা হতো। অথচ, আজ অসুস্থ রোগী তারা বুঝেও আমাকে হাসপাতালে যেতে দেননি।

প্রসঙ্গত, কোন ঘোষণা ছাড়াই ত্রিপুরায় এডিসি এলাকায় টিপিএফ-র ডাকা ১২ ঘন্টার বনধে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। এডিসি-র শহরাঞ্চলে বনধের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। শুধু মাত্র, প্রত্যন্ত এলাকায় বলপূর্বক দোকানপাট, বাজারহাট এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখতে সফল হয়েছে টিপিএফ। রেল পরিষেবা স্তব্ধ ছিল, তাতে অফিসযাত্রীরা ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

চোখের জলে ক্লপের উদযাপন

মাদ্রিদ।। প্রিমিয়ার লিগে একটি শিরোপার জন্য কেটে গেছে বছরের পর বছর। লিভারপুলের ৩০ বছরের সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে অবশেষে। শিরোপা জয়ের পর আত্মহারা কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ খুঁজে পাচ্ছেন না অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। চোখের জল হয়ে নেমে এলো যেন তার খুশির জোয়ার।শিরোপা জয় নিশ্চিত করার দিনে লিভারপুলকে অবশ্য মাঠে নামতে হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতে চেলসির মাঠে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির হেরে যাওয়ায় সাত ম্যাচ বাকি থাকতেই নিশ্চিত হয়ে গেছে লিভারপুলের শিরোপা।১৯৮৯-৯০ মৌসুমে সবশেষ লিগ জিতেছিল লিভারপুল। এবার শেষ হলো তাদের তিন দশকের প্রতীক্ষা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে এটি তাদের ১৯তম এবং প্রিমিয়ার লিগ যুগে প্রথম শিরোপা।ক্লপ ও লিভারপুলের খেলোয়াড়রা শিরোপা উদযাপন করেছেন হোটেলে বসে। স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনুভূতি জানাতে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি ক্লপ। তবে আবেগের স্রোতের মধ্যেও ক্লাবের কিংবদন্তিদের কথা মনে পড়ল তার। "আমি অভিভূত, কখনই ভাবতে পারিনি, এটির অনুভূতি এরকম। কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এটা অবিশ্বাস্য, যতটা সম্ভব ভেবেছিলাম, তার চেয়েও বেশি কিছু।""এই ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে পারা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এটা কেনির (ডালগ্লিশ) জন্য, স্টিভির (স্টিভেন জেরার্ড) জন্য, এটা সবার জন্য।"স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো লিভারপুলের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত অনেক আগেই। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে তিন মাস খেলা বন্ধ থাকায় বেড়েছে অপেক্ষা। এমনকি মৌসুম বাতিল হয়ে যাওয়ার শঙ্কাও জেগেছিল একটা সময়। সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শিরোপা নিশ্চিত হওয়ায় লিভারপুল কোচের কণ্ঠে ছিল স্বস্তি।"এটা স্বস্তির, কারণ তিন মাসের বিরতির পর কেউ জানত না মৌসুম কীভাবে ফিরবে। এটা (শিরোপা) সব সমর্থকের জন্য। আশা করি, তারা এটা উদযাপন করবে। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা সবকিছুই করি একসঙ্গে। সমর্থকদের জন্য এমন কিছু করতে পারা দারুণ আনন্দের।"

'পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনে দিলে ব্যালন ডি'অর নেইমারের'

মাদ্রিদ।। গতবার সেরা ৩০ জনের ভেতরেও ছিলেন না নেইমার। এবার তার ব্যালন ডি'অর জেতার সম্ভাবনা দেখছেন কাকা। ব্রাজিলের সাবেক এই মিডফিল্ডারের বিশ্বাস, পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা এনে দিলে পুরস্কারটা উঠবে নেইমারের হাতে।প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ছোবলে স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আগামী অগাস্টে পর্তুগালের লিসবনে শুরু হবে; আট দলের মিনি টুর্নামেন্টের আঙ্গিকে। স্থগিত হওয়ার আগেই কোয়ার্টার-ফাইনালে জায়গা করে নেয় পিএসজি।ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লিগ ওয়ান বাতিল করা হলেও পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।২০০৭ সালে ব্যালন ডি'অর জেতা কাকার কাছে গ্লোবো স্পোর্তের প্রশ্ন ছিল, এবারের ব্যালন ডি'অরে ব্রাজিলের কেউ দাবিদার থাকবে কি-না। রিয়াল মাদ্রিদের এই সাবেক তারকা বেছে নেন পিএসজির তারকা ফরোয়ার্ড নেইমারকে।"প্রথমেই থাকবে নেইমার, সে একজন শক্ত দাবিদার। আমি বিশ্বাস করি, নেইমার বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। সে পুরস্কারটি পাবে কি-না, তা নির্ভর করবে পিএসজির অর্জনে তার কতটা ভূমিকা থাকবে, এর ওপর। দেখা যাক লিসবনে কী হয়।""নেইমার তারকা। পিএসজি চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য সে।"২০১৫ ও ২০১৭ সালের ব্যালন ডি'অরে তিন জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন নেইমার। দুবারই তৃতীয় হন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।২০১৭ সালের ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমান নেইমার। কাতালান দলটির হয়ে ২০১৪-১৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা এই তারকা লিগ ওয়ানের দলটির হয়ে এখনও পরতে পারেননি ইউরোপ সেরার মুকুট।

ওয়ানডেতে সুপার ওভার চান না টেইলর

নিইজিল্যান্ড।। ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের এক বছর হতে চলেছে। কিন্তু রুদ্ধশ্বাস সেই ফাইনালের সুপার ওভার নিয়ে আলোচনা ঘুরে-ফিরে আসে এখনও। রস টেইলর যেমন এতদিন পর জানালেন চমকপ্রদ তথ্য। ফাইনালে সুপার ওভার আছে, এটাই তিনি জানতেন না! নিউ জিল্যান্ডের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের মতে, ওয়ানডেতে সুপার ওভারে বিজয়ী নির্ধারণ করা উচিত নয়।গত বছর লর্ডসে সেই ফাইনালে ১০০ ওভার শেষে ম্যাচ ছিল 'টাই', সুপার ওভার শেষেও দুই দলের রান ছিল সমান। শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারি সংখ্যায় চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। এত কাছে গিয়েও ট্রফি ছুঁতে না পারার বেদনায় পুড়তে হয় নিউ জিল্যান্ডকে।বাউন্ডারির সংখ্যায় জয়-পরাজয় নির্ধারণের নিয়ম নিয়ে ফাইনালের পর ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে সমালোচনা হয় তুমুল। পরে আইসিসি নিয়মে পরিবর্তন আনে।

এখন সুপার ওভার 'টাই' হলেও কোনো দল জয়ী না হওয়া পর্যন্ত সুপার ওভার একটির পর একটি হতেই থাকবে।

তবে এই নিয়মও পছন্দ নয় টেইলরের। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিউ জিল্যান্ডের সফলতম ব্যাটসম্যান বললেন, ওয়ানডেতে সুপার ওভারের প্রয়োজনই দেখেন না তিনি।"

সিটির হারে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

ম্যাচে না থেকেও প্রবলভাবে ছিল লিভারপুল। ম্যানচেস্টার সিটি পয়েন্ট হারালেই যে হবে তাদের ৩০ বছরের বেদনাদায়ক অপেক্ষার অবসান। হলোও তাই। পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে হারিয়ে দিল চেলসি। শিরোপা উল্লাসে মেতে উঠল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে বৃহস্পতিবার রাতে লিগ ম্যাচে শেষ দিকে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া সিটিকে ২-১ গোলে হারায় চেলসি। ৩১ ম্যাচে ২৮ জয় ও দুই ড্রয়ে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে লিভারপুল। ২০ জয় ও তিন ড্রয়ে সিটির পয়েন্ট ৬৩।১৯৮৯-৯০ মৌসুমে সবশেষ লিগ জিতেছিল লিভারপুল। এবার শেষ হলো তাদের অপেক্ষা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে ১৯তম এবং প্রিমিয়ার লিগে প্রথম শিরোপার স্বাদ পেল ১২৮ বছরের পুরনো ক্লাবটি। কাগজে-কলমে সিটির শিরোপা ধরে রাখার আশা বেঁচে থাকলেও বাস্তবিকভাবে তা শেষ হয়েছিল করোনাভাইরাস বিরতির আগেই। তবে লড়াই করে যাচ্ছিল দলটি। চেলসির বিপক্ষে শুরুটাও ভালো করেছিল তারা, কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলে দ্বিতীয়ার্ধে।প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পায় বল দখলে আধিপত্য করা সিটি। ডি-বক্সে অরক্ষিত ফের্নান্দিনিয়োর সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক। ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের হেড দারুণ নৈপুণ্যে কোনোমতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেন কেপা আরিসাবালাগা।৩২তম মিনিটে গোল পেতে পারতো চেলসি; কিন্তু একে একে ব্যর্থ হন তিন জন। কাছ থেকে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিক লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হওয়ার পর সতীর্থের পা ঘুরে বল পান রস বার্কলি, তবে তার শট সিটির এক জনের পায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। কর্নারে আন্দ্রেয়াসের হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক এদেরসন।প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে ৩৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় চেলসি।

লিনেকারের সেরা 'মেসি', মর্গ্যানের 'রোনালদো'

ইংল্যান্ড।। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মধ্যে কে সেরা, এ বিতর্ক হরহামেশাই হয়। আবারও উঠল মেসিকে নিয়ে ইংলিশ কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের টুইটে। পাল্টা জবাব দিলেন সাংবাদিক, লেখক ও ধারাভাষ্যকার পিয়ার্স-মর্গ্যান। জানালেন, তার চোখে সেরা রোনালদো।গত ২৪ জুন ৩৩তম জন্মদিন পালন করেন মেসি। বার্সেলোনার এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে নিয়ে পরে টুইট করেন ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার বিবেচিত লিনেকার। মেসির দূরদৃষ্টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ইংল্যান্ডের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা।"গোলগুলোর হিসাব দরকার নেই। মেসির চেয়ে ভালো পাস আর কেউ কোনোদিন দিতে পারেনি। মেসি যেটা দেখে, সেটা আর কেউ কখনও দেখে না। আমার কাছে তার চেয়ে ভালো আর কেউ নয়। কখনও কেউ আসবেও না।"লিনেকারের টুইটের জবাবে রোনালদোকে নিয়ে বরাবরের মতোই নিজের মুগ্ধতার কথা জানান মর্গ্যান। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার জন্য লিনেকারকে খোঁচাও দেন তিনি।"তুমি মেসির যত বড় ভক্ত, কেউই কখনও এমন পায়নি। এটা নিশ্চিত। রোনালদো আরও ভালো খেলোয়াড়। বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা করে দেখিয়েছে... এবং (অন্যদের তুলনায়) সে শক্তিশালী, ফিট, গতিময় এবং বাতাসে খুবই ভালো।"

স্মিথ ও ভারতের লড়াই দেখতে মুখিয়ে আথারটন

মাদ্রিদ।। অপ্রথাগত ব্যাটিংয়ে বিশ্বজুড়ে বোলারদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্টিভেন স্মিথ। ভারতের পেস আক্রমণ আবার দারুণ স্কিলফুল ও বৈচিত্রময়। মুখোমুখি যখন এই দুই পক্ষ, লড়াইটা জমে ওঠার কথা তুমুল। সেই অপেক্ষায় তর সইছে না মাইক আথারটনের। সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার দেখতে চান, স্মিথকে আটকাতে কেমন কৌশল বেছে নেন ভারতীয় পেসাররা।

ভারতের বিপক্ষে স্মিথের রেকর্ড এমনিতে দুর্দান্ত। ১০ টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন ৭টি, ব্যাটিং গড় ৮৪.০৫। তবে দুই দলের সবশেষ সিরিজে স্মিথ ছিলেন না নিষেধাজ্ঞার কারণে। সেই সিরিজেই ভারতের জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তাদের পেসারদের।২০১৮-১৯ মৌসুমে ওই সিরিজে ৪ টেস্টে ২১ উইকেট নিয়েছিলেন জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ শামি নিয়েছিলেন ১৬টি। ৩ টেস্ট খেলে ১১ উইকেট নিয়েছিলেন ইশান্ত শর্মা। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েও তারা ছাপিয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসত্রয়ী মিচেল স্টার্ক, জশ হেইজেলউড ও প্যাট কামিন্সকে। সব ঠিক থাকলে, এ বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরে একই পেস আক্রমণ নিয়ে যাবে ভারত। এবার তাদের সামনে থাকবে স্মিথকে সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

সম্ভাব্য এই লড়াইয়ের কথা ভেবে এখনই জিভে জল চলে আসছে আথারটনের। সনি টেন টিভির একটি শোতে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক বললেন, স্মিথ ও ভারতীয় বোলারদের লড়াই উপভোগ করতে মুখিয়ে আছেন তিনি। "স্মিথের বিপক্ষে ভারত কী পরিকল্পনা নিয়ে আসে, সেটা দেখতে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকব আমি। সে (স্মিথ) খুবই অপ্রথাগত একজন ক্রিকেটার। এ কারণেই তার খেলা উপভোগ করি। আমার মনে হয়, খেলাটি তখনই বেশি উপভোগ্য হয় যখন অপ্রচলিত ঘরানার কাউকে পাওয়া যায়।" এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গত বছর অ্যাশেজ দিয়ে আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেছেন স্মিথ। ফিরেছেন যেন হারানো সময়টাকে পুষিয়ে দেওয়ার পণ করে। ইংল্যান্ডে সেই সিরিজে ৪ টেস্ট খেলে ৩টি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটিতে ৭৭৪ রান করেছেন ১১০.৫৭ গড়ে। ধারাভাষ্যকার হিসেবে আথারটন ওই অ্যাশেজে নিবিড়ভাবে দেখেছেন স্মিথের ব্যাটিং। দারুণ মজাও পেয়েছেন। স্মিথের অসাধারণ ধারাবাহিকতার মতোই আলোচনার শেষ সেই তার ব্যাটিংয়ের ধরন নিয়ে। ব্যাটিং ব্যাকরণকে বুড়ো আঙুল দেখানো টেকনিকেও তিনি অবিশ্বাস্যরকমের সফল। ইংল্যান্ডকে ৫০ টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া প্রথম অধিনায়ক আথারটনের মতে, ব্যাটিংয়ের ধরনের কারণেই স্মিথকে দেখা আনন্দময়।

F.No.5/3/5/Esst./Tender/BMM/HRM/TRLIV/2020-21/1966
Dated, Hrishyamukh 21/11/2020

NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are hereby invited from the bonafide and resourceful SHG and Contractor/Suppliers/ Service providers for supplying and serving of cooked Food like Tiffin. Lunch, Dinner and drinking water under the Office of the Block Mission Manager (BDO),Hrishyamukh R.D Block, Belonia, South Tripura during the purpose of Training /Meetings/Seminar/ Workshop etc. BMW- Hrishyamukh who will arrange mandated activities within geographical boundaries of Hrishyamukh R.D.Block. The items included in tender documents shall be provided by selected resourceful SHG and Contractor / Suppliers/ Service providers for residential/non-residential training, meeting, workshop, orientation programs, briefing, debriefing sessions etc. This contract shall be valid for the period for 1 (One) year or 4,99,999/- whichever is less.

The details can be seen in the website www.trlm.tripura.gov.inhmw.rural.tripura.gov.in / www.tripura.gov.in.

(Jayanta Deb-TCS)
Block Mission Manager (BDO)
TRLM, Hrishyamukh,R.D.Block
Belonia, South Tripura

ICA/C-2223/2020-21

MEMORANDUM FOR CANCELLATION

Due to high rate quoted by the agencies which is beyond the limit of DFPRT-20 9, the work of offline tender bearing DNIT No. 32/EE/SNM/PWD/2020-21, invited vide Press Notice Inviting Tender No: 14/EE/SNM/PWD/2020-21, Dated: 17/10/ 2020, is hereby cancelled.

On behalf of the Governor of Tripura
(Er. N. C. Ghosh)
Executive Engineer
Sonarnura Division. PWD(R&B)
Sonarnura. Sepahijala. 'Tripura

ICA/C-2233/2020-21

CORRIGENDUM

Please read the line as "All tenders shall be accompanied with Rs.20,000/-(Rupees twenty thousand) only in the shape of "Demand Draft/Fixed Deposit" drawn from any Nationalised Bank in favour of Director, GA(Printing & Stationery) Department, Agartala in place of "All tenders shall be accompanied with Rs.5,000/-(Rupees five thousand) only in the shape of " Deposit At Call" drawn from any Nationalised Bank in favour of Director, GA(Printing & Stationery) Department, Agartala against the clause 6 of the terms & conditions of the NIT No.F.1(7)-TGP/DisPosal-Machineries/2015/1393-94 dated 09.11.2020

All other terms and condiaons laid in the Tender will remain unchanged.

(Dulal Ch. Das)
Director GA(Printing & Stationery)
Department

ICA/C-2234/2020-21

NOTICE

Whereas as per report of the Deputy Secretary, Rural Development Department, Government of Tripura vide letter No. F.7(2)-RD/2019/4028 dated 24r. July 2019 Shri Subhankar Das, LDC (Fixed Pay) under R.D. Deptt. posted at Rural Development Department, Goverment of Tripura of Tripura Agartala deputation was absenting himself from his office duty w.e.f. 05/07/2019 to till date without attaining any prior permission from his authority concerned for his absence.

AND

Whereas no leave application has been adduced by Shri Subhankar Das, LDC to the Department till date in respect of his absence from his duty and such type of t- 2 _- .e has —claied as unauthorized absence from duty.

AND

Whereas consequer upto such unauthorized absence from duty, a Memo vide No.F32(5-785)-DM/W/ESTT/2019/8411 dated 6th August, 2019 was issued to Shri Subhankar Das, LDC (Fixed Pay) asking him to explain within 3(three) days from the date of receipt of this Memo why disciplinary action shall not be imposed against him.

AND

Whereas Shri Subahnkar Das, LDC has received this memo on 29th August 2019. But the has neither submitted the reply of this memo no tums up physically before the authority comcemed.

AND

Whereas second time zee- ; ,en to Shri Subhankar Das. LDC by dint of a Memo-vide No.F.32(5-785)-DM/W/ESTT/2019/1658 dated Eu4 July 2020 to join his duty alongwith relevant papers exhibiting the ground of such unauthorized absence within 10(ten) days from the date of receipt of this Memo. But this attempt has produced no effect. Shri Das LDC has not turned up to this office.

AND

Whereas Shri Subhankar Das, LDC was given last opportunity through a memo F.32(5-785)-DM/W/ESTT/2019/2496 dated 21st October, 2020 to join his duty alongwith all relevenat papers eathibing the ground of such unauthoirzed absence within 10(ten) days from the date of receipt of this Memo, otherwise action shall be taken as per provision in force.

AND

Whereas in the said Memo dated 21st October, 2020 , the Officer-in-Charge. West Agartala Police Station was requested to serve the Memo to Shri Subhankar Das, LDC and from the service return it is learnt that being found not available Shri Subhankar Das in his house. the memo was served to his uncle namely Shyamal Datta on 27/10/2020.

AND

Whereas the stipulated date as mentioned in the Memo dated 21/10/2020 for joining in te ofice duty has already been elapsed on 05/11/2020 but no response from the part of Shri Subhankar Das. is received by this office. Shri Subhankar Das, LDC shows neither any devotion to his duty appearing physically in office nor he furnishes any reply to this Memo.

AND

Whereas according to the Circular of the G.A. (P&T) Department, Government Tripura vide Memorandum No.F.20 (1)-GA(P&T)/18 (Part) dated 12/12/2018, a government servant shall be deemed to have resigned from the service if he is absent without authorization for a period of one year. The Memorandum also states that if any cmployee if found to be rizedhy absenting himself for name than one year, then action as per rules should be taken for their deemed resignation.

Now therefor Shri Subhabkar Das, LDC is directed to join his duty within 15(fifteen) days from the date of publication of this notice, otherwise it will be presumed that he is no longer intersted to continue his service and it will be deemed to have resigned from the service.

ICA/D-921/2020-21

(Dr. Shailesh K. Yadev, IAS)
District Magistrate and Collector
West Tripura, Agartala.

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 12 /EE/WRD-11/2020-2021 Dated 23-11-2020.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No: 60/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.11,50,260/-	Rs. 11,503/-	6(six) months	Rs. 1000.00
2	DNIT No: 61/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.11,41,456/-	Rs. 11,415/-	6(six) months	Rs. 1000.00
3	DNIT No: 62/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.11,42,999/-	Rs. 11,430/-	6(six) months	Rs. 1000.00
4	DNIT No: 63/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.11,45,099/-	Rs. 11,451/-	6(six) months	Rs. 1000.00
5	DNIT No: 64/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.8,76,601/-	Rs. 8,766/-	3(three)months	Rs. 1000.00

Last Date of bidding for bids 14-12-2020 upto 15.00Hrs.
Opening of Bid on 14-12-2020 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kind' visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2217/2020-21

(Er. Gautam Sen)
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II, P.N.
Complex, Gurkhabasti, Agartala

জনগণের নেতা ছিলেন আহমেদ প্যাটেল রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে দুঃখিত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ''স্নেহশীলতার জন্য দলের মধ্যে বন্ধুদের জয় করেছেন তিনি।'' প্রায় এক মাসে আগে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর, শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার কারণে আহমেদ প্যাটেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। ভর্তি করা হয়েছিল হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে, বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বুধবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, ''কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল আর নেই, জেনে ভীষণ খারাপ লাগছে। একজন সাংসদ, কৌশলগত দক্ষতা এবং জনগণের নেতা ছিলেন আহমেদ প্যাটেল। স্নেহশীলতার জন্য দলের মধ্যে বন্ধুদের জয় করেছেন তিনি।''

আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও। টুইট করে জে পি নাড্ডা লিখেছেন, ''প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে দুঃখিত। এই দুঃখের সময়ে তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।''

সমাজ ও জনসেবায় গোটা জীবন কাটিয়েছেন আহমেদ প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আহমেদ প্যাটেলের ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'' মাস খানেক আগে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী অন্যতম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আহমেদ প্যাটেল। তার পর থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে তাঁর। বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''আহমেদ প্যাটেলের প্রয়াণে ব্যথিত। সমাজ ও জনসেবায় নিজের গোটা জীবন কাটিয়েছেন তিনি। তীক্ষ্ণ মনের জন্য পরিচিত, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্যাটেলের ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ছেলে ফৈজলের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সমবেদনা ব্যক্ত করেছি। আহমেদ ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করছি।''

৫৯ বেড়ে পাকিস্তানে করোনায় মৃত ৭,৮০৩, দৈনিক আক্রান্ত ৩,০০৯ জন

ইসলামাবাদ, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০০৯ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। নতুন করে করোনার প্রকোপ বাড়ছে পাকিস্তানে।

পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৭,৮০৩ জনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুর গুলিকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ

নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার পানিসাগরে সংঘটিত গুলিকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়েছে 'আমরা বাঙ্গালী'। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে বাঙালি পরিবারদের অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত করে মিজোরাম থেকে আগত পাঁচ হাজার ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের একই এলাকায় পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে সংগঠিত সড়ক অবরোধে গিয়ে গত ২১ নভেম্বর ত্রিপুরা পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন শ্রীকান্ত দাস।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে আজ ২৫ নভেম্বর 'আমরা বাঙ্গালী' কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে থেকে ত্রিপুরা ভবন পর্যন্ত এক বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলকারীরা ত্রিপুরা ভবন ঘেরাও করেন। দলের কেন্দ্রীয় সচিব বকুলচন্দ্র রায় বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন শ্রীকান্ত দাস নামের এক বাঙালি। এছাড়া পুলিশের নির্মম অত্যাচারে আরও বহুজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বাঙালিদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের এ ধরনের বিদ্বেষমূলক তথা ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি। ওই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে 'আমরা বাঙ্গালী' লড়াই করছে এবং আগামীতে একইভাবে লড়াই করবে বলে জানান বকুল রায়।

ত্রিপুরা থেকে কলকাতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র নেতা তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেশব মজুমদার। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব সুশাসন প্রদানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। পুলিশের হাতে নিহত নির্দোষ শ্রীকান্ত দাসের পরিবারকে এক কোটি টাকা এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন করার দাবি জানান তিনি। এছাড়া বিক্ষোভ মিছিলে পা মিলিয়েছেন ছাত্র নেতা কৌস্তুভ সাহা, বাপী পাল, জ্যোতিবিকাশ সিনহা, শৈলেন মোদক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরে ওই সব দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনের কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্মারকপত্রে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বাঙালিদের ভূমি তথা উপবঙ্গ হিসেবে পরিচিত ভূমিতে বাঙালি শাসক থাকা সত্বেও বাঙালির স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে এই জনগোষ্ঠীর ওপর বহিরাগতদের দ্বারা সংগঠিত ধারাবাহিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বাঙালিরা নিহত, আহত ও রক্তাক্ত হচ্ছেন। ব্রু রিয়াংদের হাতে লুটপাট, ঘরবাড়ি জ্বালানোর প্রতিবাদে ২১ নভেম্বর সংগঠিত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শ্রীকান্ত দাস হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি অন্যরা যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছেন এতে বাঙালিদের চোয়াল আরও মজবুত হচ্ছে বলে সরকারকে সতর্ক করা হয়েছে। ওইদিনের গোটা ঘটনার উচ্চস্তরে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে স্মারকপত্রে। 'আমরা বাঙ্গালী'-র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ আজ এখানে হিন্দুস্থান সমাচার-কে এই খবর জানিয়ে বলেন, উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর কাণ্ডের উচ্চস্তরীয় তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাসের পরিবারকে এক কোটি টাকা এবং বাকি আহতদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেআইনিভাবে গুলিচালনার পেছনে ডড়িত ব্যক্তিকে শীঘ্র শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় 'আমরা বাঙ্গালী' বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ।

পথ দূর্ঘটনায় আর একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। রাজ্যে পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনকোটি জেলার নিবেদি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বিশালঘরে পথ দূর্ঘটনায়১ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় কুমারঘাট সড়কের নিবেদি এলাকায় একটি অটো দূর্ঘটনায়১ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির নাম অমিতোষ দাস।জানা যায় অটো নিয়ে যাবার পথে একটি রোড ডিভাইডারের মধ্যে অটো ধাক্কা লাগলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে অটো চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়।তাকে স্থানীয় লোকজনেরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পথদুর্ঘটনায় অটোচালকের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।সোনামুড়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরও এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম আবুল কাশেম। তার বাড়ি উদয়পুর এর খিলপাড়া এলাকায়। জানা যায় ওই যুবক সোনামুড়া আধার সেকশনে কাজ করতো। প্রতিদিন হইছে বাড়ি থেকে সোনামুড়া যাতায়াত করতো।

দুর্ঘটনায় কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ।তার মৃত্যুর সংবাদে খিলপাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশালগড় হাসপাতালের সামনে একটি অলটো গাড়ি,বাইক এবং বিএসএফের গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে একজন গুরুতর ভাবে আহত হন। আহতের নাম বাপন দেবনাথ। তাকে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে হাপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।রাজ্যে পরপর পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় পথচারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চলাচল নিয়ে আতঙ্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোন না কোন স্থানে প্রথম দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে।

গাছ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। গাছ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৯ বছরের এক বালকের। মৃত লোকের নাম শুভংকর দাস। বাবার নাম দিলীপ দাস। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শুভঙ্কর দাস নামে নয় বছরের বালক গাছে উঠেছিল খেলাচ্ছলে। হঠাৎ সে গাছ থেকে নিচে পড়ে যায়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয় শুভঙ্কর।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন না প্রথমে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মেলাঘর হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শুভঙ্কর। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মা-বাবা সহ আত্মীয়-পরিজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এই হৃদয় বিদারক ঘটনা কিরে গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

বুধবার আগরতলায় অবৈধ দখলমুক্ত করেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে কর্মীরা। ছবি-নিজস্ব।

জন্মদিনে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ২৫ নভেম্বর ।। জন্মদিনে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব আজ (বুধবার) তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আগরতলায় দলীয় কার্যালয়ে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মহিলা মোর্চা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসী সহ তাঁর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আজ তিনি দলীয় কার্যকর্তা এবং ত্রিপুরাবাসীর সাথে ৫০ তম জন্মদিন পালন করছেন। এদিন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, জন্মদিনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভগবানের কাছে তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন প্রার্থনা করছি। এছাড়া বিপ্লব কুমার দেবকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল। আপনি রাজ্যের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনার দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করুন, প্রার্থনা করে বলেন জেপি নাড্ডা। এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে খুবই রঙিন বার্তা পাঠিয়েছেন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, প্রিয়

বিপ্লব কুমার দেব, আপনার জন্মদিনে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভ কামনা জানাচ্ছি। পরিশ্রম এবং প্রতিশ্রুতি পূরণই আপনার সম্পত্তি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ত্রিপুরার মানুষের সেবা করতে সক্ষম হবার জন্য আপনাকে সর্বদা সুস্থ রাখুক। এছাড়া, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আজ বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ এবং রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে মহিলা মোর্চা দ্বারা আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচির আগে বৃক্ষরোপণ করেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি গাছ, একটি প্রাণ। দূষণ রুখতে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আরও বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন। সাথে তিনি যোগ করেন, ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবিরেও অংশগ্রহণ করেছি। রক্তদান-জীবনদান।

একজন সুস্থ মানুষের সামান্য রক্তই একজন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে। তাই আরও বেশি করে এ ধরনের কর্মসূচির উদ্যোগ সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োজন, বলেন তিনি।

এদিকে, আজ মুখ্যমন্ত্রী সস্ত্রীক মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়েছেন। মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে ত্রিপুরাবাসী-র মঙ্গল কামনা করেছেন।

পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া ১৬টি বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ নভেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানার পুলিশ গত ৭২ ঘন্টায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ১৬টি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সোনামুড়া থানার পুলিশের এটি একটি বড় ধরনের সাফল্য বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গত কিছু দিন ধরে বাইক চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজ্য থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া বাইকগুলি চোরেরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পথ দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার করছে। সোনামুড়া সীমান্তকে তারা পাচারের মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। পুলিশের তৎপরতার ফলেই গত ৭২ ঘন্টায় চুরি যাওয়া ১৬টি বাইক সহ ১১ জন চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সোনামুড়া থানার ওসি এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

মুঙ্গিয়াকামীতে জাতীয় সড়কে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার ৩৪ মাইলে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ থেকে এক নবজাতকের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ জাতীয় সড়কের পাশে সদ্যোজাতের পচাগলা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ।

স্মার্ট সিটি প্রকল্পে উচ্ছেদ অভিযান টাস্ক ফোর্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় আবারো উচ্ছেদ অভিযানের সামিল হয়েছে পৌরনিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী।মঠচৌমুহনী থেকে এমবিবি কলেজে যাওয়ার রাস্তায় সাতটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুধবার সকালে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক তথা স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট এর প্রধান ডাক্তার যাদব এর উপস্থিতিতে আগরতলা পুরো নিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাক্তার যাদব জানান গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে ওই এলাকার রাস্তা এবং ড্রেন সংস্কারের কাজ চলছে।এলাকায় রাস্তার দু''পাশে যেসব মানুষজন সরকারি জায়গা জবরদখল করে রেখেছে কিংবা দোকানপাট তৈরি করেছে সেগুলো উচ্ছেদ করার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। মঙ্গলবারও তাদেরকে পুনরায় নোটিশ দেওয়া হয়। তারপরও যারা দখল ছাড়েনি তাদের দোকানপাট ও গড়ে তোলা ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা পুরো নিগমের টাক্সফোর্স অফ বাহিনী বুলডোজার সঙ্গে নিয়ে এই অভিযানের সামিল হয়। অভিযান চালানোর সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাক্তার শৈলেশ যাদব জানিয়েছেন আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিভিন্ন রাস্তা ড্রেন সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য জবর দখল মুক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।